শাস্ত্রধর্ম্ম প্রচার সভা

প্রয়াগ ও কলিকাতা।

প্রথম অধ্যায়

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

দেশের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতে চলিতেছে দেখিয়া, বিশেষতঃ মহনীয় হিন্দুধর্ম্মের বিষম গ্লানি উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া সর্ব্বজনপূজ্য পরমারাধ্য পরম কারুণিক মহাপুরুষ, যিনি ভারতভূমির সাধু ভক্ত বৈষ্ণব ও বিদ্বৎ সমাজে "ডিপ্‌টী সাহেব" নামে সুপরিচিত, তিনি অতিশয় উদ্বেগগ্রস্ত হইলেন। এই মহাপুরুষের শুভ নাম শ্রীউপেন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত।

বক্তৃতার ফল স্থায়ী হয় না। পুনঃ পুনঃ স্মরণ করান একান্ত প্রয়োজন। তাহা পুস্তক দ্বারাই ভাল হইতে পারে। এইজন্য মহাপুরুষ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে "হিন্দুধর্ম্ম" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক হিন্দী ভাষায় রচনা করিয়া ছাপাইয়া দেন। শ্রীমন্ মধুসূদন স্বামীজি মহারাজ এই পুস্তক উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলায় লইয়া যান। যে কোনও হিন্দু সন্তান পুস্তক লইতে চাহিলে বিনামূল্যে পুস্তক দেওয়া হইবে, এই কথা জানাইয়া দেওয়ায় শত শত হিন্দু সন্তান বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বইখানি গ্রহণ করেন। পুস্তক খানির আদর হইয়াছে দেখিয়া "পরিশিষ্ট" নামক অংশটী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে যোগ করা হইল।

এইরূপে আরও কয়েকটী ছোট ছোট পুস্তক রচিত ও মুদ্রিত পূর্ব্বেই হইয়াছিল। এই বইগুলি, ও সুবুদ্ধির উদয় হয় এমন কথাগুলি, সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার জন্য ১৩৪০ সালে নববর্ষারম্ভে (ইংরাজী ১৪ই

এপ্রিল ১৯৩৩) ট্রুথ (TRUTH) নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মোহ দূর করিবার জন্য ও ভারতভূমির সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতে পারিবে এই জন্ত ইংরাজী ভাষাতেই পত্রিকা খানি লিখিত ও মুদ্রিত হইল। মহাপুরুষ স্বয়ং লিখেন ও নিজব্যয়ে মুদ্রিত করেন। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই পত্রিকা পাঠান হয়। পত্রিকা খানিতে ক্ষুদ্র পুস্তকগুলি হইতে প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত করিয়া প্রচারের বেশ সুবিধা হইল।

হিন্দু সন্তানের চেতনার জন্য একটী "বিজ্ঞপ্তি" বিতরণ করা হইল। যথা—

বিজ্ঞপ্তি।

আজকাল নানাদিক হইতে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। নাস্তিক বিদেশীয় শিক্ষা হিন্দুধর্ম্মের মিথ্যা নিন্দা করিয়া, হিন্দুবালকগণকে নিজ ধর্ম্মশিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া, সায়েন্স্ (Science) রূপ বিজ্ঞান * ভাবে বিপরীতজ্ঞান ঢালিয়া দেয়—শাস্ত্রের সনাতন সত্যকে মিথ্যার দ্বারা প্লাবিত করিয়া, হিন্দুদিগের মনে ধর্ম্মবিশ্বাস লোপ করিবার চেষ্টা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতেছে। ঘোর কলির প্রভাবে ধর্ম্মভাব শিথিল হইয়াছে। তাহার উপর কংগ্রেস নানা মিথ্যা প্রলোভন দিয়া জনসমূহকে ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইতেছে। এই ঘোর দুর্দিনে কোনও হিন্দুর আর উদাসীন থাকা কদাচ উচিত নহে। সকলেরই আপন আপন ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত।

---

* সত্যে জ্ঞানং অসত্যস্তু অসত্যে সত্যভাবনা।
বিপরীতং হি তৎ প্রোক্তং বিজ্ঞানং চ ততো মতম্॥

সত্যকে অসত্য বলিয়া জ্ঞান ও অসত্যকে সত্য বলিয়া মনে করাকে বিপরীত জ্ঞান বলে। ইহাই বিজ্ঞান বা সায়েন্স্ (Science).

হিন্দুর ধর্ম্মই সর্ব্বস্ব। ধর্ম্মত্যাগ করিয়া হিন্দু কখনই কিছু চাহে না। হিন্দুর মান যশ ঐহিক সুখ, ধর্ম্মের কাছে সকলই তুচ্ছ। ইহাই হিন্দুর বৈশিষ্ট্য। হিন্দুর পরকাল আগে ইহকাল পরে। এইজন্য হিন্দুধর্ম্মকে ধর্ম্ম-সর্ব্বস্ব ধর্ম্ম বা পরকাল-সর্ব্বস্ব ধর্ম্ম বলা চলে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া হিন্দুগণ এইভাবেই জীবন যাপন করিয়াছেন। হিন্দু! আজ কি তুমি সেই চিরানুষ্ঠিত পিতৃপিতামহের পথ ছাড়িয়া তুচ্ছ সংসার সুখের জন্য আপনার চিরবৈশিষ্ট্য জলাঞ্জলি দিবে? না কখনই না। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় হিন্দুমাত্রেরই অন্তরে ধর্ম্মভাব সদাই জ্বলিতেছে। হিন্দুর ধর্ম্মভাব অগ্নি ও সংসার সুখ ভস্ম। সংসার সুখযণ্ডিত ধর্ম্মভাবই হিন্দুর প্রার্থনীয়। হিন্দু জানে ধর্ম্ম ভিন্ন সংসার সুখ অসম্ভব। অতএব ধর্ম্ম আগে ও সংসার সুখ পরে—উভয়ই হিন্দু চাহে।

৯১ চৌরঙ্গী হইতে কয় বৎসর যাবৎ হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা ও পুষ্টির জন্য বৎসর বৎসর পাঁচ ছয় হাজার টাকা ব্যয় করা হইতেছে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে মহাপুরুষ প্রতি বৎসর প্রয়াগধামে গমন করিয়া শীতকালটী তথায় বাস করিতেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগ ত্রিবেণী ক্ষেত্রের নিকটস্থ অলোপীবাগ মহল্লায় একটী ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া শীতকালে তথায় বাস করিতে থাকেন। ত্রিবেণীতে মাঘ মাসে লক্ষ লক্ষ লোক আসেন। এই বাটী হইতে প্রচার কার্য্যের বেশ সুবিধা হইল। মাঘ মেলাতে লোক দিয়া পুস্তক গুলি বিতরণার্থ পাঠান হইল।

কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধির জন্য ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে "হিন্দুধর্ম্ম প্রচারসভা" গঠিত হইল ও মাঘ মাসে প্রয়াগে গঙ্গার বাঁধের উপরে একখণ্ড ভূমির উপর পাল টাঙ্গাইয়া সভার প্রথম অধিবেশন হইল। "হিন্দুধর্ম্ম ও পরিশিষ্ট" পুস্তক বিনামূল্যে বিতরিত হইল ও বলা হইল যে এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ে যদি কোন আপত্তি থাকে তাহা সভায় জানাইলে সভার পক্ষ হইতে তাহার যথাসাধ্য উত্তর দেওয়া হইবে।

আজকাল হিন্দুনামধারী অনেক অলীক হিন্দুদিগের সভা গঠিত হইয়াছে ও অহিন্দুজনোচিত কার্য্য করে। আমাদের সভা পাছে তাহাদের মত বলিয়া লোকের ভ্রম হয় এই জন্য নাম পরিবর্ত্তন করিয়া শাস্ত্রধর্ম্ম প্রচার সভা নাম করা হইল। সাইনবোর্ডের উপর স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া হইল, রাজনৈতিক আলোচনা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ।

তীর্থরাজ প্রয়াগধামে ত্রিবেণী ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর মাঘ মাসে মকর সংক্রান্তি হইতে শ্রীপঞ্চমী অবধি, পুণ্যতোয়া গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থ তটভূমিতে প্রতি বৎসর মণ্ডপগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সভার অধিবেশন হইয়া থাকে।

তীর্থরাজ প্রয়াগ ব্যতীত হরিদ্বার ও উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলায় ও অর্দ্ধকুম্ভমেলায়, শ্রীবৃন্দাবনে, মথুরায়, রথযাত্রায় শ্রীক্ষেত্রে ও বঙ্গদেশে মাহেশে, শিবরাত্রিতে বৈদ্যনাথধামে ও কাশীধামে, পূর্ব্ববঙ্গে লাঙ্গলবন্ধ প্রভৃতি স্থানে সভার সেবকগণ প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

হিন্দুসন্তানমাত্রই অঙ্গীকার পত্রে নাম ধাম সহ সহি করিলে বিনামূল্যে পুস্তক দেওয়া হইয়া থাকে। অঙ্গীকার পত্রের নমুনা নীচে দেওয়া হইল।

শাস্ত্র ধর্ম্ম প্রচার সভা

৯১, চৌরঙ্গী কলিকাতা-২০। ৮৪নং অলোপীবাগ দারাগঞ্জ প্রয়াগ।

সঙ্কল্প।

আমি অঙ্গীকার করিতেছি নিম্নলিখিত সাতটী বিষয় আমি যথাসাধ্য পালন করিতে চেষ্টা করিব। আমি সকল সময়ে পালন করিতে অক্ষম হইতে পারি। কিন্তু সেইগুলি পালন করিবার চেষ্টা আমার সর্ব্বদাই থাকিবে।

১। শাস্ত্র মানিতে ও শাস্ত্রীয় আচার পালন করিতে সর্ব্বদাই যত্নবান্ থাকিব।

২। শাস্ত্র ভগবদ্ বাক্য ও অভ্রান্ত এই অবিচলিত বিশ্বাস রাখিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিব।

৩। ধর্ম্ম ভোটে চড়ান নিকৃষ্ট ভগবদ্দ্রোহ ও ঘোর নাস্তিকতা। যে সকল অলীক হিন্দুধর্ম্মকে ভোটে চড়াইতে রাজী, তুচ্ছ সংসার সুখের জন্য ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিতে চাহে, তাহাদের সমাজের বাহির করিতে ও তাহাদের সহিত সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

৪। ধর্ম্মবিষয়ে সন্দেহ হইলে সনাতন প্রথা অনুসারে জ্ঞানী ভক্তের আশ্রয়েই সন্দেহ নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিব।

৫। হিন্দুধর্ম্ম সংরক্ষণে সদাই তৎপর থাকিব। কেহ আক্রমণ করিলে তাহার উত্তর দিব। (এই উদ্দেশ্যে "হিন্দুধর্ম্ম ও পরিশিষ্ট" নামক পুস্তক লিখা হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে কি হাজার হাজার আর্য্য সমাজী ও হাজার হাজার নাস্তিক এই পুস্তক পড়িয়া হিন্দু হইয়াছে। কোন নাস্তিক এই পাঁচ বছরে কোন উত্তর দিতে পারে নাই। এই প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিলে এই পুস্তক বিনামুল্যে দেওয়া হয়। প্রাপ্তিস্থান ৯১, চৌরঙ্গী কলিকাতা)।

৬। হিন্দুধর্ম্মের পুষ্টির জন্য হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ের পত্রিকা, নিজে লইব, না পারিলে যাহাতে বহুল প্রচার হয় তাহার চেষ্টা করিব। এই উদ্দেশ্যে "ভারতাজির" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা ৯১, চৌরঙ্গী কলিকাতা হইতে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত। শত শত মুদ্রা খরচ করিয়া এই পত্রিকার মূল্য অতিশয় কম করা হইয়াছে।

৭। নিজগ্রামে (বা বাসস্থানে) ধর্ম্মসভা স্থাপনের চেষ্টা করিব ও মাসে মাসে তাহার অধিবেশন করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মপুষ্টির চেষ্টা করিব।

সভার পক্ষ হইতে যে যে গ্রন্থ বিনামূল্যে প্রতিবৎসর বিতরিত হইয়াছে ও হইতেছে সে গুলির নাম ও যত সংখ্যা ছাপা হইয়াছে দেওয়া হইল।

* চিহ্নিত পুস্তকগুলি যোগ্যতা বুঝিয়া দেওয়া হইয়াছে।

* শ্রীভক্তিকৌস্তভম্	১৫০০
* শাস্ত্র মানিবে কেন ?	৫০০
* Hindu glory	২৫০
* Reason Science and Shastras	৫০০
* হিন্দুধর্ম্ম ও পরিশিষ্ট (বাঙ্গালা ও হিন্দী)	৫৫৬৪০
মিঃ গান্ধীর প্রতি খোলা চিঠি (ইংরাজী বাঙ্গালা হিন্দী)	৩৭০০০
জাতিভেদ (ইংরাজী বাঙ্গালা হিন্দী)	৩৬৭৫০
বাল্যবিবাহ (ইংরাজী বাঙ্গালা হিন্দী)	৩৪৫০০
হিন্দুধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম কেন ? (ইংরাজী বাঙ্গালা হিন্দী)	৩০০০
Misdeeds	৭৫০০
Interpretation of Shastras (ইংরাজী ও বাঙ্গালা;	৪০০০
Inter-caste Marriage Bill	৩০০০
Sanskrit Animus begotten of sin	৩০০০
বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘে সভাপতির অভিভাষণ	৫০০০
প্রাদেশিক সম্মেলনে অভিভাষণ	২০০০
Infant mortality	১০০০
Ayurveda Vindicated	১০০০
India Act in blossom	১০০০
Statement	৫০০
সংস্কার কাহাকে বলে ?	৫০০
Common sense in Therapeutics	১০০০
Problem of Public Health in Bengal	১০০০
Sri Ramkrishna distortion centenary	৫০০
	২,০০,১৪০

শ্রীভগবানের অপার কৃপায় এই কয় বৎসরে বদরিকাশ্রম হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও সিন্ধুদেশ হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সভার কোনও না কোন পুস্তক গিয়া পৌঁছিয়াছে।

একজন নবাগত আসিয়া ইহাদের ভিতর কাহাকেও বলিল—

সিনেমাতে যাবি না?

একটা ছেলে বলিল—"সিনেমা ত রোজই আছে। এমন সুযোগ কখনও হইবে না। এস না দেখ।"

ছেলেটী আসিয়া বই লইয়া বলিল—

এমনই যদি হয় তা'হলে আমি সিনেমাতে যাব না।

বইখানি কিছু পড়িয়া ছেলেটী স্তম্ভিত হইয়া গেল ও বলিল

"উঃ আমাদের ধর্ম্মে এমন জিনিষ আছে? আমরা নিশ্চয়ই এই ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিব।

সভার সেবক বই পড়িতে দিয়া চলিয়া আসিলেন। পরদিন সমুদ্র তীরে তাহাদের সহিত দেখা হইলে একটী ছেলে বলিল

"আমরা অনেকেই বইখানি কিছু কিছু পড়িয়াছি। আমাদের ধর্ম্ম এত ভাল, এত চমৎকার, আর আমরা এই বিষয়ে একেবারেই এত অজ্ঞ। আমরা হিন্দুসন্তান, বলিতে বুকটা এত বড় হইতেছে।

আমরা একেবারে idiot, তাই নিজেদের এমন ধর্ম্ম ছাড়িয়া, পরে কি বলে তাহা শুনিবার জন্য ছুটিয়া বেড়াই। আমরা সকল প্রকারে উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগ করিব।

জগন্নাথদেবের নাম লইয়া সকলেই প্রতিজ্ঞা করিল, যে সকলেই বইখানি পড়িবে ও প্রচার করিবে।

ধার্ম্মিক মুসলমান বইখানি একটুখানি পড়িয়া বলেন—আপনাদের ধর্ম্ম এত চমৎকার! হিন্দু হওয়া পরম ভাগ্যের কথা। আমার হিন্দু হইতে ইচ্ছা হইতেছে। জগন্নাথ দেবের কাছে প্রার্থনা যে পরজন্মে তিনি যেন আমায় হিন্দুকুলে জন্ম দেন।

যিনি এই পুস্তক লিখিয়াছেন তাঁহাকে সেলাম। আপনাকেও সেলাম।

মাহেশে পুনর্যাত্রা ১৪৩৪ (1936)

শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়ের (Serampore Weaving Institute) জনৈক ছাত্র বই লইয়া দেখিয়া বলেন

"আমি এই বই দেখিয়াছি। এইবইয়ের তুলনা নাই।

জনৈক বৃদ্ধ

এই বই পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা। এই পুস্তক বিতরণ অপেক্ষা ভাল কাজ আর নাই। আমার ছেলে বড় পাপিষ্ঠ। এই বই তাহাকে দিয়া বলিব "হয় মান না হয় প্রতিবাদ কর।"

এক পুলিশ কর্ম্মচারী আর একজনকে বলেন

"মহাশয় এই বই আপনার ছেলেদের দিয়া তাহাদের জবাব করিতে দিবেন। জবাব করিতে পারিবে না।"

ভদ্রলোকের চোখে জল আসিল। তিনি বলিলেন

"সত্য নাকি? তাহলে ত বেঁচে যাই।"

তীর্থরাজ প্রয়াগে মাঘ ১৯৪৪ (1938)

দলে দলে অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। কেহ কেহ বলিলেন এমন ভাব হইয়া উঠিয়াছে যেন অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর না করিলে প্রকৃত হিন্দু বলিয়া গণ্য হওয়া যায় না। কেহ কেহ বলিলেন ধর্ম্মের জন্য আমার প্রাণ দিতে প্রস্তুত। অনেকে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না।

কেহ কেহ বলিয়া উঠিলেন

হিন্দুধর্ম্ম এবার পুনর্জীবিত হইবে।

কতিপয় ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিলেন

আপনারা ধন্য। আপনারা খুব কাজ করিতেছেন। আপনাদের অনন্ত জয় হৌক।

একজন জমিদার আবেগের সহিত বলিলেন

ধর্ম্মের জন্য এমন করিয়া চেষ্টা কেহ করেন নাই। এমন করিয়া জলের মত অর্থব্যয় কেহ করে নাই। ইহাই পুণ্য।

অবসর প্রাপ্ত জনৈক স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর বলেন

আপনারা এতগুলি অমূল্য পুস্তক বিনামূল্যে দান করিতেছেন। এই রকম একখানি বই কেহ লিখিতে পারে না। লোকে ধর্ম্মবিষয়ে একেবারে অজ্ঞ, তাই নাস্তিকতার এত প্রসার।

পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট Asst. Director of Public Healthকে দেখাইয়া বলিলেন

ইনি খৃষ্টান হইতে যাইতেছিলেন। আপনাদের সভা দেখিয়া মন টলিয়াছে। এখন পিতৃপিতামহের ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

মুসলমান একজন বলিল

"আমি হিন্দু হইব। আমাকে অঙ্গীকার পত্র সহি করিতে দিন।"

কলেজের ছাত্র

আমরা ধর্ম্মের কিছুই জানিনা। জানিতে বড় ইচ্ছা করে।"

শিবরাত্রিতে বৈদ্যনাথধামে

ফাল্গুন, ১৩৪৪। (1938)

একজন পাণ্ডা বলেন

হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে এমন কাজ কখনও হয় নাই। জয় হউক। যিনি এই ব্যবস্থা করিয়াছেন তিনি চিরায়ু হউন।

একজন "খুনী চিঠি" দুই চারিপাতা দেখিয়া বলিল

"এ রকম বই লেখা মহাপুরুষ ভিন্ন সাধারণ মনুষ্যের সাধ্য নহে।"

একজন "জাতিভেদ" বই দেখিয়া বলেন

"খুব কাজ করিতেছেন ত। জাতিভেদ উঠিয়া গেলে হিন্দু ধর্ম্মের রহিল কি?" এইধর্ম্ম গেলে পৃথিবী চুলায় যাইবে।

শ্রীবৃন্দাবনধামে

২৭-২-১৯৩৮

অযোধ্যার নির্ম্মোহী আখড়ার মোহন্ত শ্রীরঘুনাথজী রামানন্দী—

মহাপুরুষ ধর্ম্মরক্ষার জন্য লাগিয়া সাধুদিগকে ঋণবদ্ধ করিয়াছেন। এই কার্য্যে যিনি সহায়তা করিবেন তিনিই ধন্য।

হরিদ্বারে

৭ই চৈত্র, ১৩৪৪

শ্রীবুদ্ধিচন্দ্র পুরী, দশনামী সাধু, সমবেত লোকদিগকে বলেন—

ইঁহারা পয়সা খরচ করিয়া কলিকাতা হইতে এতদূরে ধর্ম্মের জন্য আসিয়াছেন। অর্থলাভের আশায় আসেন নাই। আপনারা স্বাক্ষর করিতে পারিবেন না?

শ্রীবৃন্দাবনে

১৩৪৫। 1938

পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রী (পাঞ্জাবী) বলিলেন—

উজ্জয়িনীতে "হিন্দুধর্ম্ম" পুস্তক পাইয়াছি। এই পুস্তক পাঠ করিয়া বহুলোক লাভবান হইয়াছে আমি জানি। ....
TRUTH পত্রিকা দেখিয়াছি। ইহা হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক।

স্বামী গঙ্গাদাসজী (নিরাকারী আশ্রম অবধূত মণ্ডল, কনখল)

ইয়ে তো ভগবান্ স্বয়ং প্রকট হো কর সব কাম করতে হেঁ।

মোহন্ত রামস্বরূপজী

হম লোগকা Engine নেহি হৈ। ইয়ে পুরুষ Engine হৈ।

সবকো খিঁচকে লে যায়েঙ্গে। হম লোগ পিছে পিছে চলেঙ্গে।

উদাসী মণ্ডলীশ্বর গঙ্গেশ্বরানন্দজী (অন্ধ)

ডিপ্‌টী সাহেব খুব ভাল কাজ করিতেছেন।

উদাসী মণ্ডলীর একটী সাধু

হিন্দুধর্ম্ম ও পরিশিষ্ট অতি চমৎকার পুস্তক। কেমন করিয়া সমস্ত শাস্ত্র হইতে সব একত্র সমাবেশ করিয়াছেন ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

সাধবেলার মোহন্তজী

বঙ্গদেশের ডিপটী সাহেব বড়া ভারী কাজ করিতেছেন।

শান্তশরণজী (মোহন্তজীর কথার উত্তরে)

বঙ্গদেশের ডিপ্‌টী সাহেব একেবারে যুগান্তর করে দিয়েছেন।

পণ্ডিত যদুকুলভূষণ

এই পুস্তকের কথা আমি শুনিয়াছি। পূর্ব্বে পাই নাই। প্রয়াগের এক মহাপুরুষ ডিপ্‌টী সাহেব এই বই লিখিয়াছেন। যখনই আপনাদের দেখি ও কাজের কথা মনে করি তখন আমার শরীরে ও রক্তে শক্তি অনুভব করি। ......যাহার তেজ নাই সে ভগবানকে পায় না।

'হিন্দুধর্ম্ম ও পরিশিষ্ট'র ন্যায় অপরূপ গ্রন্থ আমি দেখি নাই।

(সাধবেলা মঠে) একজন প্রচারক—

কলিকালে এমন পুরুষ ত দেখা যায় না।

পণ্ডিত বলরাম—পাঞ্জাবী ধর্ম্ম প্রচারক (সঙ্কল্প পড়িয়া) বাঃ বাঃ
একেবারে আসল কথা সব লিখিয়াছেন। যেমনটী হওয়া উচিত একেবারে ঠিক লিখিয়াছেন।

শ্রীকরপাত্রীজী মহারাজ—"খুলি চিট্‌ঠী" দেখিয়া
এমন সুন্দর লেখা, এত সূক্ষ্ম বিচার আমি দেখি নাই। যেখানে যে শ্লোকটী দেওয়া প্রয়োজন সেখানে সেই শ্লোকটী দিয়াছেন। এই পুরুষকে দর্শন করিতে আমার ইচ্ছা করে।

শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা

১৩৪৫ (1938)

ভবানী শঙ্কর দাস, অবসরপ্রাপ্ত স্কুল সাবইন্‌স্পেক্টর—
'হিন্দুধর্ম্ম ও পরিশিষ্ট' পুস্তকখানি পড়িলে হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে আর কোন শঙ্কাই থাকে না। কি বই যে লিখিয়াছেন কি বলিব। Scienceএর ঝুঁটি পাক্‌ড়ে ইংরাজীর সব ধাপ্পাবাজী দূর করিয়া দিয়াছেন।

এক পণ্ডিত বলেন
কলিতে পাপের পূর্ণ প্রভাব। আপনারা যে এই কাজ করিতেছেন ইহা খুব ভাল কাজ।

আচারী মঠের মোহন্ত মহারাজ
ডিপ্‌টী সাহেব যে কাজ করিতেছেন, এ কাজ কেহ করেন নাই ও করিতে পারিবেনও না।

একজন বলিলেন
আপনারা অতি উত্তম কাজ করিতেছেন। ভগবান আপনাদের কাজ সফল করুন।

সব্ রেজেষ্টারী অফিসের হেড ক্লার্ক

যিনি এই কার্য্যে আপনাদের পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম আপনাদের প্রণাম। বই গুলিকে প্রণাম।

ছুইটী স্কুলের ছাত্র

Early marriage ও Caste System হইতে যুক্তি লইয়া আমরা স্কুলের Debating Clubএ লড়িব ও আমরা জিতিব।

আর দুইটী ছাত্র

আমরা ধর্ম্মের কথা কিছুই জানিনা। তাই ধর্ম্মের এত দুর্দশা। আপনাদের বইতে বড় উপকার হইবে

শ্রীগোবিন্দ নামে এক ব্যক্তি বলিলেন

আহা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আপনাদের পাঠাইয়াছেন। আপনারা তাঁহার প্রতিনিধি।

কতকগুলি ছেলের দল, হাতের সিগারেট ফেলিয়া দিয়া বই মাথায় ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ পাল ও জানকীনাথ রায় সবকথা শুনিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন

"বাবা, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার ধর্ম্মে মতি হয়।"

একটী ছাত্র বলিল

আমাদের সনাতন ধর্ম্মের পক্ষে বলিবার কেহ নাই। আপনারা বই বিতরণ করিয়া পরমোত্তম কার্য্য করিতেছেন। আমার বড় ইচ্ছা আপনাদের কার্য্যে লাগিতে পারি।

চার্ণাগ্রাম, বর্দ্ধমান।

২৬শে পৌষ, ১৩৪৫ (1938)

এক দোকানদার বলিল

"এ রকম বইও হইয়াছে?" বইগুলি প্রণাম করিয়া বলিল "আমার দোকানে সন্ধ্যায় তাস খেলা হয়। তাস খেলা বন্ধ করিয়া এই বইগুলি পাঠ হইবে।"

একজন বলিলেন

মহাশয় এই বই তিনখানি—যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর। যে গ্রামে যাইবে লোকের চমক ভাঙ্গিবে জাতিবিচার আসিবে, হিন্দুয়ানি আসিবে।

সাকরাই গ্রামের পাঠশালায়

ছুটীর আধঘণ্টা পূর্ব্বে গুরু মহাশয় নিত্য এই পুস্তকগুলির একখানি পড়েন ও ৩।৪ শুনেন আমরা ইহা দেখিয়াছি।

কাশীধাম

১৭ই ফাল্গুন, ১৩৪৫ (1939)

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়

আপনাদের প্রযত্ন দেখিয়া পুলকিত হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণসহ শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেবের শ্রীচরণারবিন্দে আপনাদের সাফল্য প্রার্থনা করিতেছি। (সমবেত সকলকে বলিলেন)—

যিনি এই কাজ করিতেছেন তিনি অতিশয় বিশিষ্ট পুরুষ। তাঁহার অতি সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচারের কথা কি বলিব।...... ইঁহাদের কাজের মত কাজ হইতেছে।

একজন বলিলেন

"এরূপ কাজ করিতে কাহাকেও দেখি না। পুস্তক দিয়া প্রচার করা

অপূর্ব্ব দেখিতেছি। বক্তৃতার ফলে কিছুই হয় না. যাহা হয় তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র।

এক ন্যায়রত্ন বলিলেন

এই পুস্তকগুলিতে যে ভাবে জবাব দেওয়া আছে তাহা আমাদের দ্বারা সম্ভব নহে। এই পুস্তক দ্বারা আমাদের প্রচার কার্য্যের খুব সহায়তা হইবে।

একজন কথক বই লইবার জন্য যেন পাগল হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন

"আমরা কিছুই জানি না, বই পড়িয়া শিখিব। আপনারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী কাজ করিতেছেন।

একজন সমবেত সকলকে লক্ষ্য করিয়া

"ধর্ম্ম ডুবিতে বসিয়াছে। ইঁহারা সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছেন।"

একজন হিন্দুস্থানী পাঠ করিতেছিলেন। পাঠ ভঙ্গ করিয়া গদগদ স্বরে বলিলেন

"এ বড়ই উৎকৃষ্ট কাজ হইতেছে।

জনৈক নেপালী ভদ্রলোক

"ভগবান্ সময় সময় পর আপনা আদমিওঁকো ধর্ম্মরক্ষার্থ ভেজতে হৈঁ।" "যহ্ বড়া উত্তম কার্য্য হোতা হৈ।"

অনেকে খবর লইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে আমাদের বাসায় আসিয়া পুস্তক লইতে আসিয়াছেন।

এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী—

বইগুলি অতি চমৎকার লেখা হইয়াছে। সবই শাস্ত্রের কথা। ওদের কেবলই জুয়াচুরী ও মিথ্যা। এর কাছে দাঁড়াবে কোথায়?

দশাশ্বমেধ ঘাটে কয়েকটী বাঙ্গালী বলাবলি করিতেছে—

"বইগুলি বড় চমৎকার। সহি করিয়া শীঘ্র লও নহিলে বই শেষ হইয়া যাইবে।

একজন পাঞ্জাবী ছাত্র

আমি ছেলেবেলায় হুজুগে পড়ে আর্য্যসমাজী হইয়াছি। * * আমাদের সনাতন ধর্ম্মেই সত্য আছে আমি জানি। কিন্তু আমি কিছুই জানিনা; তাই আপনাদের বই লইতে আসিয়াছি।"

একজন ব্যক্তি

বড়া মহত্বকে কাম আপলোগ্ করতে হেঁ।

এক বাঙ্গালী

আমাদের বিপক্ষেরা কেবল এক তরফাই এতদিন কহিয়া গিয়াছে। আমাদের পক্ষে একটা জবাব দিবার ছিল না। এইবার ঠিক হইয়াছে

জনৈক সাধু—"বহুদিন পূর্ব্ব হইতে এই কাজের বিশেষ অভাব হইয়াছে। এ বড় মহৎ কার্য্য হইতেছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।"

এক বৃদ্ধ খুব আগ্রহ করিয়া বই লইয়া গিয়াছিলেন। আসিয়া বলেন—

"বড় ভাল কাজ করিতেছেন মহাশয়। আমি সকলকে বলিয়া বেড়াইতেছি।"

দুই তিনটী পূর্ব্ববঙ্গীয় ছাত্র বলিল

"মহাশয়, আপনারা পূর্ব্ববঙ্গে যান না? পূর্ব্ববঙ্গে ও উত্তর বঙ্গে আপনারা গেলে বড় উপকার হয়।"

মেলায় নিযুক্ত কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারী সরকারী কাজ ফেলিয়া অতি আগ্রহের সহিত বই লইয়া গেল।

আর্য্য সমাজীরা

আমরা আপনাদের সামিল। আমরা আপনাদের দ্বারী।

পাকা আর্য্য সমাজী

"বিজ্ঞপ্তিতে যে অঙ্গীকার লিখা হইয়াছে তাহা খুবই ঠিক হইয়াছে।

বাস্তবিকই ত ধর্ম্মের কথা কি কখনও ভোটে নিষ্পত্তি হইতে পারে ?"

একজন আর্য্যসমাজী কাঁদিয়া ফেলিলেন

"তিনখানি বই বেশ ভাল করিয়া পড়িয়াছি। অমৃত ! অমৃত ! সত্য সত্যই অমৃত। প্রাণপণ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের কাজ কর।"

একজন খৃষ্টান বলেন

হিন্দু ধর্ম্মের কথাগুলি অতি উত্তম। আপনি আমাকে দয়া করিয়া শিক্ষা দিন।

সিংহলবাসী পরিব্রাজক, আর স্বামী (R. Swami) ইংরাজী বই দেখিয়া বলেন—

"এই বই-ই ত চাই। ইহাতে যে কত উপকার হইবে তাহা বলিতে পারি না।

একজন পুলিশ কনেষ্টবল বলিল—

পুলিশ লাইনের সবাই "হিন্দুধর্ম্ম ও পরিশিষ্ট" পড়ে। আমাদের বেশ মজা হয়। কেহ নাস্তিক সাজিয়া আক্রমণ করে আবার একদল এই বই হইতে তাহার জবাব দেয়।

অনেক পণ্ডিত (বইগুলি পড়িয়া)

যিনি এই অদ্বিতীয় পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন তিনি মানুষ নহেন, এমন বই কখনও দেখি নাই, শুনি ও নাই।

গোরক্ষপুরের শ্রীযদুনাথ প্রসাদ

বড় ভাগ্যে পুস্তকগুলি পাইলাম। তীর্থরাজ প্রয়াগধাম আসার ফল মিলিল।

একজন বলিলেন

"আপনাদের অথর্ব্ববেদ (হিন্দুধর্ম্ম ও পরিশিষ্ট) আমাকে একখানি দিন ত।"

ধর্ম্মের জন্ত প্রভূত অর্থব্যয় করা হইয়াছে দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া

গেলেন। অঙ্গীকার পত্রে সহি করিয়া বিতরণ কারীদিগকে, সভাকে ও সভাস্থ সকলকে প্রণাম করিয়া থাকেন। সভার সেবকদিগের অনুমতি লইয়া অশ্রু মোচন করিতে করিতে পাছু হাঁটিয়া (যাহাতে সভার দিকে পিছন না হয়) অনেককে চলিতে দেখা গেল। কনেষ্টবলগণের মুখেও "সনাতন ধর্ম্মকী জয়" ধ্বনি নিনাদিত হইল।

দামোদর স্বামী, আমেদাবাদের মোহন্ত, বলিলেন—

"আপনারা এখানে অতি উত্তম কার্য্য করিতেছেন।"

জনৈক সাধু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

"ভগবানের জয় জয়কার। আপনাদিগের প্রতি ভগবানের পূর্ণ কৃপা হউক।"

একজন নিরক্ষর ব্যক্তি—

আপনাদের কল্যাণ হউক। আপনারা ভাগ্যবান।

একজন বলিলেন—

এই সভায় আসা একটী পরম পুণ্য কর্ম্ম।

ঝুসির একজন সাধু—

প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম এই সভাতেই আছে। কতদল হিন্দুধর্ম্মকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রাণপাত করিতেছে আর সেই ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য আপনারা কি-ই বা না করিতেছেন।

একজন বলিলেন—

হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা একমাত্র এই স্থানে পাওয়া যায়। আর সব যায়গাতেই কেবল লোককে ঠকান হইতেছে।

আর একজন বলিলেন—

এই সমস্ত মেলা হইতে যাহা কিছু পাইবার এইখানে আছে। সাইনবোর্ডে পরিষ্কার করিয়া লিখা আছে!

রায় বেরিলির এক জমিদার—

"আপনারা বড় সৎকর্ম্ম করিতেছেন।

এক বৃদ্ধ আর্য্য সমাজী—

আমি এখানে আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষদিগকে ও সভাস্থ সাধু-মণ্ডলীকে দর্শন করিতে আসি।

একজন বলিলেন—

"ধর্ম্মকে ধ্বংস করার জন্য সকলে লাগিয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় আপনারা ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন।

প্রতাপগড়ের শ্রীকেদারনাথ পাণ্ডে বলিলেন—

"এই কলিযুগে কেহ ধর্ম্মের জন্য একটি পয়সা ব্যয় করে না—আর আপনারা হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতেছেন। জানি না কোন বৈকুণ্ঠ হইতে আপনারা কাজ করিতে আসিয়াছেন।

একজন বলিলেন—

আপনারা ধন্য। আপনাদের দর্শন করিলে পুণ্য, আপনাদের স্পর্শ করিলে পুণ্য, এখানে আসিলে পুণ্য।

আর একজন বলিলেন—

আপনারা ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন ও ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতেছেন। সকলেই ইহাকে নষ্ট করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

এক ব্যক্তি (একজন সেবককে বলিলেন)—

হে দীননাথ! আপনারাই ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছেন। আপনারা ছাড়িয়া দিবেন না। ধর্ম্মের শত্রু চারিদিকে।

পণ্ডিত রামটহল দাসজী (একজন সেবককে বলিলেন)—

আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মুর্ত্তি। আপনার চরিত্র ভক্তমালে থাকা উচিত।

একজন নেপালী ভদ্রলোক ব্যাখ্যা শুনিয়া অশ্রুমোচন করিলেন—

আপনার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত অমৃত পান করিয়া আমার কর্ণ ধন্য

হইয়াছে। আমার হৃদয় পবিত্র হইয়াছে। আপনাকে প্রণাম। আপনার পিতামাতাকে প্রণাম। কোন দূর বন হইতে আসিয়া আপনার কথা শুনিয়া আমার জীবন ধন্য হইল। আমার আজ ভাগ্যোদয় হইল।

ব্যাখ্যা শুনিয়া আর একজন বলিলেন—

প্রকৃত সত্য এই সভাতেই বিরাজমান আছে। অন্যত্র সকল স্থানেই কেবল মিথ্যার লীলা চলিতেছে।

আর একজন আত্মহারা হইয়া গেলেন—ও মধ্যে মধ্যে ওঃ! ওঃ! করিতে লাগিলেন।

পরে সামলাইয়া বলিলেন—

আপনাদের জয়জয়কার হউক! আপনাদের জয়জয়কার হউক!

লাঙ্গলবন্ধ

শুক্লাষ্টমী ১৩৪৫

ব্রহ্মপুত্র স্নানের মেলা। চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমী। ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিয়া পরশুরাম মাতৃবধজনিত পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। ঢাকা জিলা নারায়ণগঞ্জের নিকট লাঙ্গলবন্ধে স্নান হয়।

আমাদের উদ্দেশ্য শুনিয়া অনেকে গদ্‌গদ হইয়া গেলেন।

একজন বলিলেন—

আপনারা আমাদের বড় উপকার করিতেছেন।

একজন বরিশালবাসী বলিলেন—

আমাদের জেলায় যাইবেন না? এই সকল পুস্তক গ্রামে গ্রামে যাওয়া উচিত।

এক ব্যক্তি বলিলেন—

বাল্যবিবাহের বই হইয়াছে। এইবার আমি যুক্তি দিয়া নাস্তিকগণের মুখ বন্ধ করিতে পারিব। আমার বড় উপকার হইল।

অনেকেই লোক ডাকিয়া আনিতে লাগিলেন ও আমাদের সঙ্কল্প পত্র সহি করাইতে লাগিলেন—

একজন বৃদ্ধ বলিলেন—

সনাতন ধর্ম্ম লোপ পাইবার নহে। গ্রামে গ্রামে ইহার প্রচার হওয়া বড় দরকার হইয়া পড়িয়াছে। আপনাদের এই পুস্তকে লোকের বড় ভাল হইবে।

একজন বলিলেন—

এই পুস্তকগুলি পড়িতে পারিলে জীবন সার্থক হয় জন্ম সফল হয়।

এক যুবা পুরুষ পণ্ডিত—

আমাদের হেডমাষ্টার মহাশয় এই বই পাইলে পরম আনন্দিত হইবেন। ছেলেদেরও শিখাইবেন।

কেহ বলিলেন—

আমরা আপনাদের সভায় যোগদান করিব। কোথায় যাইলে বা পত্র লিখিলে পুস্তকগুলি মিলিবে?

হিন্দুস্থানী সিপাহীরা (সেদিন রামনবমী শুনিয়া বলিল)

এই স্থানে পড়িয়া আছি। আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব গিয়াছে। আপ্‌লোক বহুত উত্তম উত্তম কার্য্য কর্‌ রহে হেঁ। হামলোগ আপনা পেটকা ধান্দা মে হৈ।

একটী নব্য যুবক—

আমাদের ধর্ম্ম এমন তাহা জানিতাম না। কোথায় গেলে সব জানা যায় বলিতে পারেন?

বৈদ্যনাথধামে

শিবরাত্রি ১৪ই চৈত্র ১৩৪৬

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বৈদ্যনাথধামে কি বৃদ্ধ কি বালক সকলেই পুস্তকগুলি পাইবার জন্য ছটফট্ করিতে লাগিল।

দশ বার বৎসরের ছেলেরা তাহাদের বই দেওয়া হইবে না বলায় করজোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিল পরে পায়ে পড়িতে লাগিল। তাহারা বলিল

"আমরা ছোট হইলে কি হয়? আমরা কি পড়িতে জানিনা? আমরা পড়িব ও আমাদের স্কুলের অন্যান্য ছেলেদের পড়াইব।"

বৈদ্যনাথের পাণ্ডাগণ একবাক্যে বলিতে লাগিলেন

"নাস্তিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ছেলেপিলের মাথা বিগড়াইয়া দিল! ইংরাজী শিখিলেই সে গেল।"

কেহ বলিতে লাগিলেন

"কলিযুগ এবার যাইতে বসিয়াছে ও সত্যযুগ আসিতে আর দেরী নাই।"

কেহ বলিলেন

"মহাপুরুষ নহিলে এ কাজ কে করিতে পারে?

অপর একজন বলিতে লাগিল

ইহারা ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া আমাদের মহৎ উপকার করিতেছেন। আমাদের জ্ঞান দিতে আসিয়াছেন।

কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য একজন সেবক এক ব্রাহ্মণের নিকট লোটা ও দড়ি চাহিতে ব্রাহ্মণ নিজেই জল তুলিয়া দিতে চাহিলেন

আপনারা সংসারী জীবকে জ্ঞান দিতেছেন। ধর্ম্মের জন্য এত করিতেছেন। আপনার জল তুলিয়া দিব ইহা আমার পরম সৌভাগ্য?

অনেকে প্রাণের সহিত বলিতে লাগিলেন

"আমরা শাস্ত্রে পূর্ণ বিশ্বাস রাখি। আমরা স্থান দিবার জন্য প্রস্তুত। আমরা আমাদের ধর্ম্মের সেবা করিতে চাই।

পণ্ডিত হরলাল ঠাকুর (মধুবানীর প্রভাত লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান্) বলিলেন:

"আপনারা যে কাজ করিতেছেন এরূপ কাজ কেহ কখনও করে নাই। ইহাতে অদ্ভুত ফল হইতেছে। অনুগ্রহ করিয়া একবার মধুবানীতে আসুন। আমি আপনাদের সহিত হিন্দুধর্ম্মের সেবায় যোগদান করিব।"

পণ্ডিত জয়নাথ ঝা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন—

"অনুগ্রহ করিয়া একবার রামনবমীর সময় জনকপুরে আসুন। ঐ অঞ্চলে আপনারা যান নাই। একবার যাওয়া দরকার।"

পাণ্ডা কামাখ্যানাথ বলিলেন

"হিন্দুধর্ম্মের সারকথা ইহাতে (হিন্দুধর্ম্ম ও পরিশিষ্ট বইতে) আছে। অপূর্ব্ব, অতি অপূর্ব্ব। ধর্ম্মের প্রাণ ইহাতে আছে।"

পণ্ডিত বাসুদেব ত্রিপাঠী বলিলেন—

"আজকাল লোকেরা জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে খুব আক্রমণ করে। এই বইগুলির অভাবে হিন্দুধর্ম্মের বড় ক্ষতি হইয়াছে। এই বইগুলি না হইলেই নয়। এই বইগুলি অজেয়॥

এক ব্যক্তি অঙ্গীকার পত্র সহি করিয়া বই নিতে অস্বীকার করিলে এক সেবক তাহাকে বলিলেন—

আপনি ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত তথাপি সহি করিতে রাজী নহেন?

লোকটী একটু দাঁড়াইয়া সব দেখিলেন ও পরে বলিলেন—

"বাবুজী হম কসুর কিয়া হৈ। মাফ কিজিয়ে"। এই বলিয়া অঙ্গীকার পত্রে সহি করিয়া বই লইল।

দুইটি অপূর্ব্ব ঘটনা।

(১) এক ব্যক্তি পুস্তকগুলি লইয়া বাবা বৈদ্যনাথের নিকট পড়িতেছেন দেখা গেল। তাঁহার কণ্ঠস্বর মনুষ্য কণ্ঠের মত নহে। একটু করিয়া পড়িতেছেন আর বাবা বৈদ্যনাথের নিকট করজোড়ে অনেক কিছু বলিতেছেন তাহা শুনা গেল না। দেড় ঘণ্টা এইরূপ পাঠ চলিল পরে বাবা বৈদ্যনাথের নিকট যুক্ত করে প্রার্থনা করিয়া অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

(২) জাতিভেদ ও বাল্য বিবাহ নামক পুস্তক দুইটি পাইয়া এক ব্যক্তি বাড়ী চলিয়া যান। পথে ১৯ মাইল দূরে এক চটিতে তিনি অন্য একজনের নিকট 'হিন্দুধর্ম্ম ও পরিশিষ্ট' বইখানি দেখেন। শাস্ত্রধর্ম্ম প্রচারসভা হইতে এই বই দেওয়া হয় জানিয়া তিনি ১৯ মাইল ফিরিয়া আসিয়া অর্থাৎ মোট ৩৮ মাইল হাঁটিয়া এই বই নিয়া যাইবেন মনঃস্থ করিলেন। পরদিন যখন সেবকগণ দেওঘর হইতে রওনা হইবেন সেই সময় ভদ্রলোকটী হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া বই লইলেন। পুস্তক পাওয়ার আনন্দে তাঁহার ৩৮ মাইল চলার শ্রম দূর হইয়া গেল।

প্রয়াগরাজ

৭ই ফাল্গুন ১৩৪৭

২০ দিনে প্রায় ১৮০০ লোক অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে। এবার নবনির্ম্মিত মনোহর যুগলস্তম্ভের তোরণ দ্বারা সভার অপরূপ শোভা হইল।

ফটক দেখিয়া একজন বলিল—

ইস্‌মে রূপেয়া লাগানা সফল হৈ। ব্যাঙ্কমে লাখো রূপেয়া ধরণেসে ক্যা হোতা হৈ।

সেই সঙ্গে আর একজন বলিলেন—

ইস্‌সে বড়া কাম ক্যা হৈ। অহো ধন্য হ্যায়। মনুষ্যকো সদ্‌গতিকে লিয়ে ইয়ে সব কাম হোতা হৈ।

এক বৃদ্ধ আর্য্য সমাজী ফটক দেখিয়া বলিলেন—

"আপলোগ হামলোগ একহি হৈ। কোই ফরক নেহি হৈ।

এক ব্যক্তি বলিল—

"ডিপটী সাহেব সনাতনীকা পুল বাঁধ দিয়া। ঔর বহুতহী মজবুতীকা সাথ। আবকী সাল নম্না ফাটক বনি হৈ।"

একদিন এক বৃদ্ধ আসিয়া বলিলেন—

"বাঃ বড়া বিচিত্র ফাটক বনা হৈ। ডিপটী সাহেব তন্‌মন্ ধনসে ভগবানকে কাম করতে হেঁ। পহিলে যবসে সভা বনা হৈ, মৈনে দেখা। তব্‌সে বাঢ়তেহি চলা হৈ। বাঢ়তেহি চলা হৈ। ছোটা ছোটা ধরমকে সভামে এক এক নেতা খাড়া হো যাতে হেঁ। লেকিন সনাতন ধরমকা তরফসে কোই খাড়া হোনেকা নেহি হৈ। এক ডিপটী সাহেবহি হৈ। ভগবান ছোড়কে সনাতন ধরমকে তরফসে খাড়া কোই নেহি হো সক্‌তা হৈ। কোই চীজ রাস্তামে পড়া রহতা হৈ উর যব উসকা মালিক কোই নহী মিলতা হৈ তব বহ্ সরকারী চীজ হো যাতা হৈ। সনাতন ধরম ঐসা হৈ। ইয়ে ভগবানকা ধরম হৈ।

একজন বলিলেন—

এতনা রোজ চারো তরফ আন্ধার দেখলাতা থা। দেখতেহেঁ কি সনাতন ধর্ম্মকা রক্ষা হো গয়া হৈ।

শ্রীযতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সঙ্কল্প পড়িয়া হাত জোড় করিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন—

আমি এই গঙ্গাতটে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি। আমি এই কার্য্য করিতে চাই খুব চাই ও যথাসাধ্য করিব।

একজন বলিলেন—

কেবল আপহি লোক সনাতন ধর্ম্মকা স্তম্ভ হৈ।

দারাগঞ্জের পণ্ডিত চন্দ্রচূড় শাস্ত্রী বলিলেন—

অব ঐসে আদমী নহি রহেঁ ত সনাতন ধরম ক্যায়সে ঠহরেগা।

গোরক্ষপুরের এক পণ্ডিত বলিলেন—

হমকো অব মালুম হুয়া কি হমারা ধরম-কি রক্ষক ভি এক হৈ।

যুক্তপ্রদেশের বস্তি জেলা হইতে তীর্থযাত্রী বলিলেন—

ইস্ কামকে লিয়ে আপলোগকো বারম্বার ধন্যবাদ দেতে হুঁ। ধরম ভারতবর্ষসে একদম চলা যা রহা হৈ।

লক্ষ্মৌর পণ্ডিত মহাবীর প্রসাদ বৈদ্যশাস্ত্রী, সভাভঙ্গের পর আসিয়া একজনের দ্বারা সমস্ত খরচ চলিতেছে তিনিই এই সভার মুল জানিয়া বলিলেন

শ্রীভগবান্ তাঁহাকে চিরজীবী করুন।

বীরপুরের জমিদার, বাবু সঙ্কটাপ্রসাদ সিংহ বলিলেন—

সনাতন ধরমকী তরক্কী দেনেবালে আজ কোই নহি হৈ। ঐসে ঐসে লোগ নহি রহনেসে সনাতন ধর্ম্ম কৈসে রহি।

পণ্ডিত যমুনাপ্রসাদ পাণ্ডে বলিলেন—

ভালা আজ আপলোগ নহী রহতে ত ভারতকা ক্যা হোতা ?

প্রতাপগড়ের গুরুপ্রসাদ ত্রিপাঠী বলিলেন—

আরে ভাই হামলোগকো লিয়ে কেতনা খর্চ্চ করতে হৈঁ।

চিত্রকূটের বড় মোহন্তজী

বাঃ বাঃ এত্না শ্রদ্ধা। এত্না ভাব ধরমকে ওর শাস্ত্র মে ? বাঃ বাঃ।

একটি লোক বলিল—গঙ্গাতটে কোন দান লই না। সেইজন্য এই বই নিব না। ইহাতে সভার একজন সেবক বলিলেন—তোমার ধর্ম্মই যদি চলিয়া গেল তবে আর স্নান করিয়া কি হইবে।

লোকটী ফিরিয়া আসিয়া বলিল—

হম দস্তখত জরুর করেঙ্গে বাবুজী। হমারা গল্‌তি হুহা হৈ। কসুর হুয়া হৈ।

বলিয়া নাম সহি করিয়া বই লইয়া গেল।

অলৌকিক—সভার প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং আসিয়া কোথায় সামিয়ানা খাটান হইবে—কোথায় তোরণটা হইবে ইত্যাদি দেখাইয়া দিয়া গেলেন। পরদিন যাঁহারা সামিয়ানা খাটাইবেন তাহাদের সব গোলমাল হইয়া গেল। কি করিবেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না এমন সময় দেখা গেল যে মাটীর উপরে কে একখানা ইট বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। মাপিয়া দেখা গেল ইটটি যে যায়গায় বসান হইয়াছে তাহা হইতে সমস্ত গাঁপ ঠিক হইয়া যায়। ইটটি ঠিক যায়গায় কে রাখিল তাহার খোঁজ হইতে লাগিল। কেহই কিছু ত জানে না। মজুরেরা সকলেই এক বাক্যে বলিল "অরুর ভগবাননে ইট বৈঠায়া।"

২১ ফাল্গুন

বৈদ্যনাথ ধাম।

১৩৪৮ (1941)

সেবকদের দেখিয়া পূর্ব্ব পরিচিত সকলেই বড়ই আনন্দ করিতে লাগিলেন ও অপর লোকদিগকে বলিলেন—

"ইঁহারা প্রতি বৎসর আমাদের ধর্ম্ম রক্ষার জন্য আসিতেছেন।"

অম্বিকা চরণ বন্দোপাধ্যায় নামের এক পাণ্ডা বলিলেন—

"কি আয়োজন করেছেন ধর্ম্মরক্ষার জন্যে। ইহাতে লোকের বুদ্ধি ফিরিতেই হইবে।"

উমাকান্ত পাঠক—"ইয়ে সংস্থা কৈসে চল্‌তে হৈ? এক পুরুষ? বাঃ বাঃ বাঃ। বহ্‌ কোন হৈঁ? কাঁহাকো রাজা হৈ?

একটি লোক সভার উদ্দেশ্য শুনিয়া বলিল—

যো সনাতন ধর্ম্ম ছোড়তা হৈ ওহি তো বাওলতা হৈ।

গোয়ালিয়রের পণ্ডিত কেশব বালকৃষ্ণ (অত্যন্ত আনন্দ করিয়া)—

ধন্য হৈ, ধন্য হৈ।

একজন মারহাটী বলিলেন—

আপনারা যে কি মহৎ কাজ করিতেছেন তাহা বলিতে পারি না। হিন্দুদের বিরোধী সব কাজ করিতেছে ও আমাদের ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে একটি লোকও বলে না। আজ দেখিতেছি আপনারা দাঁড়াইয়াছেন।

কবিরাজ রুদ্রপ্রতাপজী—(খুব আনন্দ করিলেন)—

ঐ সব কিতাবকী কহুতী জরুরত হৈ।

গজানন পাণ্ডা—চোখ ছলছল করিতে লাগিল—

আপনারা যে এই কার্য্য করিতে আসিয়াছেন ইহার চেয়ে বড় কাজ আর জগতে কি আছে? ইহা কি যার তার কাজ? ওঃ ভগবানের সাক্ষাৎ কৃপা আপনাদের উপর পড়িয়াছে—না হইলে কি এইসব কাজ হইতে পারে?

একজন গত বৎসর বই লইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—

এই বই মুখস্থ করিতে হয়। দরকারের সময় যদি বলিতেই না পারিলাম তবে আর বই লইয়া ফল কি?

রথযাত্রা, ২৪শে জুন ১৯৪২

পুরীধাম

২৫শে আষাঢ় ১৩৩৮

এবার বাঙ্গালী যাত্রী বেশী আসিয়াছে। তাহারা প্রায় সকলেই বই লইয়া মাথায় ঠেকাইতেছে। সঙ্কল্প পত্রও পাইয়াই মাথায় ঠেকাইয়া পরে পড়িতেছে।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (বয়স ৫০।৫৫)—

কি ! সনাতন ধর্ম্ম সেকেলে হয়ে গেছে বলে আজ কালকার মত করে নিতে হবে ! বাপ বদ্‌লে দেখুক না বেটারা ! আরে রাম রাম ! কি দুর্দ্দিনই এসেছে !

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ কাব্যতীর্থ (বয়স ৬০।৬৫)—

এমন ধর্ম্ম এমন সভ্য কি পৃথিবীতে কোথাও আছে ?

কটক বাজপুরের শ্রীনারায়ণচন্দ্র রায় (কলেজের ছাত্র)—

অঁ্যা এরূপ মহৎ কার্য্য আপনারা করিতেছেন। হিন্দুধর্ম্ম তো একেবারে লোক পাইতে বসিয়াছে। বড় আনন্দ হইল। বড়ই আনন্দ হইল।

একজন বলিলেন—

ধন্য আপনারা। আপনারা না থাকিলে কলির জীবের উদ্ধার কি করিয়া হইবে ? যখনই ধর্ম্মের গ্লানি আসে তখনই এই সকল লোক আসেন।

ভিড়ের মধ্য হইতে কয়েকটী ছেলে—

ওরে, সেই ৯১ নং চৌরঙ্গী কলিকাতা থেকে এসেছেন। অতবড় ডাক্তার এত রোজগার করেন সব ধর্ম্মের জন্য। রোজগার সার্থক।

পণ্ডিত কৃষ্ণগোপাল মাথুর (ঝালর পাটন, রাজপুতনা)—

এৎনা বিরাট কাম এক পুরুষকে হোতা হৈ ! আশ্চর্য্য।

তিন চারিজন বাঙ্গালী—

আমরা গ্রামে ধর্ম্মসভা করি। এই সকল পুস্তক সকলকে পড়িয়া শুনাইব।

কে মুরারজী, বোম্বাই—

আমরা বইগুলি প্রচার করিব।

৩

জন কতক উড়িয্যাবাসী—

দয়া করিয়া এই বইগুলি উড়িয়া ভাষায় ছাপান। এমন বই পড়িতে পাইব না ?

সতীশচন্দ্র বসু—

হিন্দুধর্ম্মের কিছুই জানি না। জানিবার খুব ইচ্ছা।

নারায়ণ দাস গঙ্গা সপরিবারে হিন্দী ও ইংরাজী বইগুলি খুব আগ্রহ করিয়া নিয়া গেল।

ব্রজবিহারী রাউথ (কটক)—

যিনি আমাদের জন্য এই রকম কাজ করিতেছেন তাঁহাকে আমরা ভগবান বলিব। শাস্ত্রে কি আছে জানি না। পাষণ্ডীরা যাহা বলে তাহারও বিরোধ করিতে পারি না। দুয়ের মাঝখানে পড়ে আছি।

পণ্ডিত বলভদ্র ত্রিপাঠী কাব্যতীর্থ (অধ্যাপক হরিহর টোল)—

জয় জগবন্ধু ! জয় জগবন্ধু !

আহা ! আপনারা এমন কাজ করিতেছেন। আমার সনাতন ধর্ম্ম অমর ! আপনাদের জয় হউক।

অনিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (বর্দ্ধমান) সঙ্কল্প পত্র পড়িতেছ—

বাঃ বাঃ আরে বাঃ। এইত চাই। দিন মশাই দিন। সই করছি।

শ্যামাপদ দাসের মাতা, (খুলনা)—

এই বই লক্ষ্মীর ঘটের কাছে রাখিব। মেয়েদের দিয়ে পড়িয়ে সকলকে শুনাব।

গোলক বিহারী পাড়া—রামগড় (মেদিনীপুর)—

বাপ্‌রে ! সনাতন ধর্ম্ম মানব না। এই ত আমাদের অস্তিত্ব।

বিষ্ণুদাস পুজারী—উজ্জয়িনী (মালা দেশ)—

অহো। বড়া ঠিক হৈ। আজ অলভ্য লাভ ভয়া।

জ্ঞানদা প্রসন্ন রায় (বৃদ্ধ) স্বর্গধাম, পুরী।

প্রণাম ! ভগবান করুন যে আপনাদের কাজে লাগতে পারি।

হরেকৃষ্ণ দাস (কেন্দ্রাপাড়া)—

বাঃ বাঃ বাঃ ভগবান্ আপনাদের মঙ্গল করুন।

একজন ৫০ বৎসর বয়সের ভদ্রলোক—

মহাশয় ! হাওয়া বদলেচে। আমার সঙ্গে তিন চার জন বিলাত ফেরত এসেছেন। এখন তাঁরা তিলক পরে মন্দিরে ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

মহারাজ ভক্তচরণ দাস (কাঁথি)—আহা ! এই ধর্ম্মের প্রচার করছেন ? ধন্য আপনারা

রাসবিহারী সেন (বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা)—

সনাতন ধর্ম্ম যদি গেল ত আর রহিল কি ? অতি উত্তম কাজ করছেন আপনারা।

মনোমোহন ঘোষ (বরিশাল)—

আপনাদের চেষ্টা সফল হউক। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।

কৃষ্ণগোবিন্দ নাথ (নোয়াখালি)—

শক্তি থাকিতে যদি কিছু না করি ত আমাদের ধিক্। প্রণাম !

মালদহ জেলার এক ব্যক্তি—

"কি শুভ সংবাদই শুনালেন মহাশয়।

নিত্যানন্দ দাস (বৃন্দাবন)—

আমার ধর্ম্মের বই। কত টাকাই খরচ হচ্ছে। জয় গৌর।

শ্রীরঘুনাথ মিশ্র শাস্ত্রী (পুরী)—

আমার ধর্ম্মের যত উৎকৃষ্ট সার আছে তাহা আমাদের ধরে দিয়েছেন।

এক পাঞ্জাবী সাধু—

বাঃ রে বাঃ বাঃ—বড়া অশ্বাস। ধন্য ভাগ্য হৈ।

পাণ্ডে সোমেশ্বর রেবা শঙ্কর (শৃঙ্গেরী মঠ দ্বারকাপুরী)।

আপনাদের জয় হবে। সনাতন ধর্ম্মের জয় হবে।

বিভূতিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (ঘুর্ণি কৃষ্ণনগর)—

যে যতটুকু পারে চেষ্টা করা বড়ই দরকার হয়েছে। আমি যতদূর পারি প্রচার করিব।

শঠকোপ রামানুজ দাস। নৈমিষারণ্য—

আপলোগ বড়া আচ্ছা কাম করতে হেঁ। করণেবালী কোই নাহি হৈ। আপলোগকা কামমে বড়া উপকার হোগী।

এক মাড়োয়ারী জ্যোতিষী (কলিকাতা)—

ঐসা কাম আপলোগ করতে হেঁ। ওঃ এক আদমী এতনা কাম, এতনা খরচ করতে হেঁ। ভগবান্‌নে উন্‌কো ধরমকে রক্ষাকে লিয়ে খাড়া কিয়ে হেঁ।

ঘনশ্যাম শতপ্রস্থী (পুরী)

ইয়ে কাম আসল হৈ। ইস্‌মে পয়সা লাগান সফল হৈ।

লালবিহারী ঘোষ, টালিগঞ্জ, কলিকাতা—সভার প্রতিষ্ঠাতার নাম কোথায়ও নাই দেখিয়া বলেন।

"ভাগবত ভক্ত লোক, কাজেই আত্মপ্রকাশ চাহেন না। ভগবান্ তাঁহার কল্যাণ করুন।"

প্রয়াগে

১৩৫০ সাল, (1944)

দুইজন লোক বলিলেন—

এই সভা ভগবানের স্থাপিত। কাহাকেও ডাকিতে হয় না। সেবক বক্তা শ্রোতা সবাই আপনা হইতে আসিতেছেন

শ্রীশ্যামসুন্দর (কানপুর জেলা নিবাসী)

আহা! আহা! কোনটী দেখিব! বড়ই মনোরম। যাঁহার সভা না জানি ধর্ম্মকে ভিনি কত ভালই বাসিয়াছেন দুলাহার (বিয়ের ক'নের) মত সাজাইয়াছেন। আহা সাজাইয়া আর আশ মিটে নাই। ফটক দেখ, ঝালর দেখ, চাঁদোয়া দেখ। আ-হা-হা মরি মরি। হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রতি কতই প্রেম আছে, তাহার কণামাত্র আমরা দেখিতে পাইতেছি। এমন পুরুষ যখন আছেন, তখন ধর্ম্মরক্ষা হইবেই।

জনৈক ব্যক্তি—আপনারা ধন্য। এই মহৎ কার্য্যের সেবা করিয়া জীবন ধন্য করিতেছেন। আপনাদের প্রণাম। আপনারা অমূল্য জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন।

অনেকেই বলিলেন—সনাতন ধর্ম্মের কাজ এই জায়গাতেই হয়। দুইজন সভা হইতে উঠিয়া যাইবার সময় জনৈক সেবককে বলেন আমাদের যাইতে হইতেছে। আহা সবই অমৃত। অমৃত ছাড়িয়া কি যাওয়া যায়?

প্রয়াগরাজ

১৩৫৪ সাল, (1948)

তেত্রিশদিন সভা চ'লে। নূতন সামিয়ানা করা হয়। সিপাহী রামচন্দ্রলাল—

বাঃ আপলোগ খুব কাম করতে হেঁ। হম্ আপলোগকা সেবক হৈ।

নিরঞ্জনী আখড়ার এক সাধু—

হামারা মহারাজজী (মণ্ডলীশ্বর) হম্‌কো আদেশ দিয়ে হৈঁ—শাস্ত্রধর্ম্ম প্রচার সভা বড়া উত্তম পুস্তক বাঁটতে হৈঁ। হমারা নাম লে কর কিতাব লে আও।

নিরঞ্জনী আঁখড়ার এক সাধু—

আজ সবেরে ত্রিবেণীমে স্নান কর্‌তে কর্‌তে মহারাজ (মণ্ডলীশ্বর) কহে হৈ। শাস্ত্রধর্ম্ম প্রচার সভাকা গ্রন্থ সব গ্রন্থরত্ন হৈ। সবকো দেখনা উচিত হৈ। এহি শুন্‌কে হম্ গ্রন্থ লেনে কো আয়া হৈঁ।

স্বামী একটানন্দ (ইটাবা)

হম্ আজ্ ইটবা জানেবালে থে। কিতাব লেনেকে লিয়ে নহি গয়ে। ইটাবামে হমারা আশ্রম হৈঁ।

সিন্ধুদেশের শিকারপুর হইতে এক ব্যক্তি—

বাঃ বাঃ ঐসা ঔর বহি না দেখে লৈ। আপলোগ সনাতন ধরম কে সাক্ষাৎ মুর্ত্তি। প্রণাম

..

প্রয়াগ

১৩৫৫ সাল, (1949)

শ্রীবাসুদেব দীক্ষিত (রায় বেরিলি জিলা মিরাট্)—বাবুজী কাল যো পুস্তক আপ হামকো দিয়েথে [জাতিভেদ] বহু কৈসা চিজ হৈ ক্যা কহেঁ। মধুরান্ মধু। হম্ সব পড়্ চুকে হেঁ line by line. জীউ ভর্ গিয়া। আনন্দ সে রাতমে শোনে নহি সকে। পহিলে দেহাত্ মে ধরম কুচ্ থা। সহর মেঁ বহুত ক্ষীণ। অব কি সব মরুভূমিকে মাফিক্ হো গয়া। এহি চিজ্ লে যাতে হেঁ তব্ না হাম্‌লোগকো বাপ দাদাকা জনমভূম পহলে জবানে যৈসা থা এসা হো সকৃতা হৈ। ইয়ে ছোটীসি পুস্তকমেঁ কিতনা জ্ঞান ভর গয়া হৈঁ। কোন্ লিখেঁ হেঁ মহারাজজী? বাতাইয়ে না।— মনুষ্যদেহে এত ভাল থাকিতে পারে কি? কলিতে ভগবানের প্রকাশ্য অবতার হইবার কথা নহে। ছদ্মবেশে গোপনে আসিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। আহা কি মুর্ত্তি ধরিয়া কোন্ বেশে আসিয়াছেন জানিতে ইচ্ছা করে।... ...

আমি লড়াই করিতে ভালবাসি। হিন্দুস্থানীকে গালি দিলে আমি তাহার সহিত লড়াই করি। এই বইতে আমি লড়াই করিবার আসল হাতিয়ার পাইলাম। অলীক হিন্দুর সহিত লড়িতে হইলে এই পুস্তক আমার অস্ত্রাগারের কাজ করিবে। অন্তে ইংরাজগণ কর্ত্তৃক জাতিভেদের ও হিন্দুসমাজের বহু প্রশংসা আছে। এ গুলি আমার bomb এর কাজ করিবে। আপলোগ্ ধন্য হৈ।

অম্বাবাঈ—(সিন্ধুপ্রদেশের থরপারকর জেলার মীরী নামক নগর হইতে আসিয়াছেন। ঐ দেশে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি)।

আপনি যে "জাতিভেদ" পুস্তক দিয়াছেন তাহা অতি চমৎকার পুস্তক। আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে। আমাকে আরও কয়েকখানি দিবেন আমি সিন্ধুদেশে প্রচার করিব।

"হিন্দুধর্ম্ম ও পরিশিষ্ট" পুস্তকখানির নীলবর্ণ মলাট দেখিয়া বলিলেন—

"এই পুস্তকখানি যেন নবজলধর পটল। নবীন জলধরের বর্ণ। আমাদের মরুভূমির দেশে এই জলধর যে অমৃত ধারা সিঞ্চন করিবে তাহাতে দেশের ত্রিতাপ দাহ শান্তি হইবে।"

আমাদের সভার কার্য্যাবলী শুনিয়া ও এত খরচ সবই একজন করিতেছেন শুনিয়া বলিলেন—

"সে পুরুষ কে? তিনি মামুলী আদমি কখনই নহেন। মহাপুরুষ নিশ্চয়ই হইবেন। শ্রীভগবানের প্রতি ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার এত প্রেম! আহা! আহা! আমার বড় ভাগ্য যে এই সভায় আসিয়া এই গ্রন্থরত্ন সকল লাভ করিলাম।

একটী বৃদ্ধা তাঁহার নাতিকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া পুস্তক চাহিলে সভার সবক বলিলেন—

"ছোট ছেলে বই লইয়া কি করিবে? আর আপনি ত বৃদ্ধা, আপনি কি বই পড়িতে পারিবেন।"

বৃদ্ধা বলিল—

"আমি চাই যে আমার নাতিটী নিজ নাম আপনাদের খাতায় লিখিয়া দিবে ও আপনারা তাহাকে আপনাদের সামিল করিয়া লউন।

বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় ছেলেটীকে নাম সহি করিতে দেওয়া হইল। ছেলেটী "বীরেন" লিখিয়া আর কিছু লিখিতে পারিল না।

বৃদ্ধটী তখন নাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিল

"তীর্থরাজ প্রয়াগে মাঘ মাসে এই পবিত্র সভার তোমার নাম রহিল। তুমি আর বদমাইসি করিতে পারিবে না। সভার কৃপা তোমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। তোমার ভাগ্যের সীমা নাই।"

সেবকদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

আপলোগ বহুত আচ্ছা কাম করতে হেঁ। অর্থকা সদ্‌ব্যয় ইস্ সে আউর ক্যা হৈ। আপলোগ ধন্য হৈ। আপলোক ধরম কা মুর্ত্তি হৈ।

প্রয়াগে

১৩৫৬ সাল, (1950)

এই বৎসর অ্যালুমিনিয়মের চাদর দিয়া ফটকের স্তম্ভ দুইটী মণ্ডিত হইয়া অপরূপ শোভা হইল।

গোরক্ষপুরের ঠাকুর রাম বাহাদুর সিংহ

আপলোগ ধন্য হৈ। হমারা ভাগ হৈ ঐসা কিতাব হামারা মিলা হৈ। সনাতন ধর্ম্মকা বহুত আচ্ছা প্রচার হোতা হৈ, শুনকে হম্ আ গয়ে। বড়া আচ্ছা কাম আপলোগ করতে হেঁ। ধরমনাশ হো যা রহা হৈ।

জৌনপুরের এক পণ্ডিত বলিলেন—

হম্‌ লোগকা মর্য্যাদা রক্ষাকে লিয়েই সব হৈ।

রেঁওয়ার শ্রীশিবকুমার মিশ্র বলেন—

আজকাল ধরম প্রচার কা বড়ী জরুরৎ হৈ।

শ্রীবৃন্দাবনের এক বৈষ্ণব বলেন—

আপলোগকা পরমার্থকে প্রযত্ন বড়া আচ্ছা হৈ।

শ্রীবৃন্দাবনের এক শাস্ত্রী বলেন—

কিতাব দেখকে পহলা সমঝে আজকাল জৈসা হোতা হৈ ঐসা হোগা। তব পোচে দেখেঁ ত কৈসা হৈ। সব দেখতে হৈঁ শাস্ত্রকা বিষয় হৈ। বড়া আনন্দ হুয়া।

তৃতীয় অধ্যায়

সভার প্রচার কার্য্যের নমুনা।

১। রাণীগঞ্জে

বঙ্গদেশের বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের গ্রামের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতাঙ্গ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৩৪৫ সালের শ্রাবণ মাসে (July 1938) বলেন—

প্রায় একমাস পুর্ব্বে আমি বীরভূম জেলার সিউড়ি নগর হইতে রেলে আসানসোল আসিতেছিলাম। ট্রেণে যে কামরায় আমি ছিলাম সে কামরায় দুই চারিজন উকীল ও কতকগুলি গরীব লোক ছিলেন। পথে উখ্ড়ো ষ্টেসনে তথাকার জমিদারের কতকগুলি নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি কর্ম্মচারী ও আর কয়েকজন প্রায় ১৩।১৪ জন উঠিল।

একটু পরেই দেশের কথা উঠিল। গরীব লোকগুলি উকীল বাবুদিগকে ও অন্যান্য ভদ্রলোকদিগকে বলিল

"মহাশয়! আমরা কি বিপদেই পড়িয়াছি যে কি বলিব। আইন হইয়াছে যে—১৪ বৎসরের কম বয়সের মেয়ের বিবাহ দিতে পারিবে না। দুই একজনের জরিমানাও হইয়াছে। কিন্তু আমাদের চৌদ্দ পুরুষে কখনও মেয়ে বড় করিয়া বিবাহ দেয় নাই। আমরা মনে করি আইবুড়ো মেয়ে বড় হইলে জাতি যায়। তাহার উপর আবার শুনিতেছি মেয়ের বয়স কত তাহা নাকি ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া ঠিক করিবে। বাপের কথায় বিশ্বাস নাই। যুবতী মেয়েকে ডাক্তার পরীক্ষা করিবে!—সব গেল দেখিতেছি। আপনারা ইহার কিছু প্রতিকার করিবেন না?

একজন বলিয়া উঠিলেন

কেন বাপু, মেয়ের অল্প বয়সে বিবাহ হইলে অল্প বয়সে সন্তান হয়, তাহাতে শিশু ও মাতা ক্ষীণজীবী হয় তাহা কি ভাল ?—তাহা ছাড়া বিবাহের ত খরচ আছে। সে টাকা সংগ্রহ করিবার বেশী সময় পাওয়া গেল. ভাল নহে কি ?

গরীব লোকটী বলিল—"চিরকাল দশ বছরে বিবাহ হইয়াছে। কই তাহাতে মা বা শিশু কেহ ত ক্ষীণজীবী হয় নাই। তবে যে রুগ্ন তাহার কথা ছাড়িয়া দিন। এখনও আমরা দুই পাঁচজনের মওড়া রাখিতে পারি। আর, টাকার কথা বল্‌ছেন, আমাদের জাতে মেয়ের বাপ বরং টাকা পায়।

দুই একজন চেঁচামেচি করিলেন

অনেক সুবিধা হয় বলিয়াই করা হইয়াছে। তোমরা বুঝ না। আমি তখন বুঝিলাম এই লোকগুলি অলীক হিন্দু, রাণীগঞ্জে এক সভায় যোগদান করিতে যাইতেছে।

আমি বলিলাম—

কি সুবিধা হয় আমায় একটু বুঝাইয়া দিন ত মহাশয় ?

তাহারা চেঁচামেচি করিয়া কতকগুলা আবোল তাবোল বকিতে লাগিল৷ আমি আমার জ্ঞান ও বুদ্ধি মত কিছু বলিলাম, তাহা ঝড়ের মুখে পাতার মত একেবারে উড়িয়া গেল।

সবই নিষ্ফল হইল দেখিয়া আমার বাক্স হইতে আমি "ভারতাজির পত্রিকা" বাহির করিয়া বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মতগুলি উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়া শুনাইলাম।

সকলের চেঁচামেচি থামিয়া গেল।

আমি বলিলাম—"মহাশয় ঋষিদের কথা অগ্রাহ্য হইল। আর পার্টিংটন পিক্কট প্রভৃতির কথা শিরোধার্য্য হইল—ইহার নাম স্বরাজ ? এই স্বরাজ আপনারা দেশে আনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন ?

সবাই চুপ।

আমি "বাল্যবিবাহ" হইতে কিছু কিছু পড়িতে লাগিলাম। রেলের কামরায় সকলে নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল।

রাণীগঞ্জ ষ্টেসন আসিবার পূর্ব্বে সকলে গাড়ী হইতে নামিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া আমি বাধা দিয়া বলিলাম

"তাহা হইতে পারে না মহাশয়! আপনারা হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন, ঋষিদের কথায় নিন্দা করিয়াছেন, তাহার উত্তর শুনিতে হইবে—একটা সাব্যস্ত না হইলে নামিতে পারিবেন না। যদি একান্তই নামিতে হয়, তাহা হইলে চলুন আমিও নামিব। আমি না হয় পরের গাড়ীতে আসানসোল যাইব।"

আমি তাহাদের সঙ্গে রাণীগঞ্জে নামিয়া সকলকে আটকাইয়া রাখিয়া ওয়েটিং রুমে (Waiting Room) "বাল্যবিবাহ" প্রবন্ধটা পাঠ করিতে লাগিলাম।

এদিকে সভার সদস্যদিগকে সভাস্থলে যাইবার জন্য ডাকাডাকি, শেষে জোর তাগাদা হইতে লাগিল।

আমি—একটা জবাব দিয়া যান মহাশয়।

সকলেই সমস্বরে বলিল "আমরা হার স্বীকার করিতেছি।"

একজন এম্ এ, বি এল্ উপাধিধারী উকীল বলিলেন

"এ কি বই মহাশয়! অদ্ভুত যুক্তি। অকাট্য যুক্তি। নাঃ আমার মত সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। আপনি আমার গুরু। আপনি জ্ঞান দিলেন।

২। হায়দ্রাবাদ (নিজাম রাজ্য)

হায়দ্রাবাদের শ্রীযুক্ত বঙ্গপল্লী নীলকণ্ঠম্ "Truth" পত্রিকা পড়িয়া মুগ্ধ হন। একবার কলিকাতায় আসিয়া আমাদের সহিত দেখা করিয়া পরম আনন্দিত হন।

কিছুদিন পরে তিনি হায়দ্রাবাদ হইতে আমাদের পত্র লিখিয়া বলেন "হায়দ্রাবাদের আইন সভায় বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল পেশ হইবে। আপনারা পত্র পাঠ ২৫খানি "Early Marriage" পুস্তিকা পাঠাইয়া দিবেন আমি আইন সভার প্রত্যেক সভ্যকে বই দিব ও যেখানে যেখানে বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে দাগ দিয়া বলিয়া আসিব।"

পুস্তক যথাসম্ভব শীঘ্র পাঠান হইল। নীলকণ্ঠম্ মহাশয় Sub-committeeর ২০জন সভ্য প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী গিয়া বই দিয়া যথামতি যথাশক্তি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

সমিতিতে আলোচনা আরম্ভ হইলে সকলেই এক বাক্যে বিলটী প্রত্যাহার করিতে মত দিলেন। বিলটী বন্ধ হইয়া গেল।

জয় সনাতন ধর্ম্মের জয়। জয় শাস্ত্রধর্ম্ম প্রচার সভার জয়।

পুরীধামে

১৩৪৩ সাল

আষাঢ় মাসে রথ যাত্রার তিনদিন পূর্ব্বে আমরা তিন মূর্ত্তি কলিকাতা হইতে যাত্রা করি। একজন সাধু একজন ব্রাহ্মণ বালক ও এই অধম পাপী। । হিন্দুধর্ম্ম ও পরিশিষ্ট নামক পুস্তক বিতরণ করিতে গিয়াছি বটে ; কিন্তু শুধু পুস্তক বিতরণ করাই একমাত্র কাজ নহে। হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি, শাস্ত্রের প্রতি, লোকে যাহাতে আস্থাবান্ হয়, এমন করিয়া অঙ্গীকার করাইয়া পুস্তক দিতে হইবে ও নাস্তিকদিগকে পরাস্ত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, প্রমাণ করিতে হইবে। এই বৃহৎ কর্ম্মে আমরা একেবারেই অযোগ্য মনে করিয়া ভয়ে ভয়ে যাত্রা করিলাম। কিন্তু শ্রীহরির অপার করুণায় ও এই অদ্ভুত পুস্তক খানির (হিন্দুধর্ম্ম ও পরিশিষ্ট) অপূর্ব্ব প্রভাবে যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমাদের কল্পনার অতীত।

ট্রেণে হুগলী জেলার অধিবাসী এক ব্রাহ্মণ বালকের সহিত আলাপ হইল। সে আমাদের কাজের কথা শুনিয়া একখানি বই দেখিতে চাহিল! বহিখানি পড়িয়া সে অতি আগ্রহের সহিত আমাদের কাজে যোগদান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল।

পুরীধামে পৌঁছিবার দুইদিন পরে শনিবার একজন অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জেনকে বই দেখাইলাম। তিনি বইখানি পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরে বলিলেন "আমি নাস্তিক ছিলাম। দারুণ শোকে অভিভূত হওয়ার পর আমার কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইল। তখন আমি একজন সাধুর চরণে পড়ি। কিন্তু আমার এমনই পাপ যে, বিজ্ঞানের মোহ আমার কিছুতেই গেলনা ও জন্মের মত আমার সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার ভগবান্ ছিল না। আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানই (Science) আমার ভগবান্ ছিল। কিন্তু ভাই তুমি যে ছোট বইখানি দিয়াছ, একটু পড়িয়া দেখিয়া আমার মোহ কিছু কাটিল। আমি এখন বুঝিয়াছি বিজ্ঞান অপেক্ষা শাস্ত্র কোটী গুণে শ্রেষ্ঠ। ভাই! আজ হইতে এই অমূল্য পুস্তকের আদেশ অনুসারে চলিব। বিজ্ঞানের ও আধুনিক সভ্যতার চাকচিক্যে আর ভুলিব না। ভাই! তোমরা ধন্য। আজ আমি এই পুস্তকখানি দর্শন করিলাম।"

অবসর-প্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন আমাকে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট লইয়া গেলেন। তিনি আমাকে আর একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট লইয়া গেলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া নানা প্রকার ঠাট্টা বিদ্রূপ আরম্ভ করিলেন। আমি কিছু না বলিয়া পুস্তকখানি খুলিয়া বিজ্ঞানের কথা যেখানে আছে সেই অধ্যায়টী খুলিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তাঁহাকে সকল কথা মানিতে হইল। তাহার পরে "নারীসঙ্গে"র অধ্যায়টী পড়িলাম। তখন তিনি বলিলেন "তুমি ছেলে মানুষ তোমাকে সব কথাত বলা যায় না। যে ব্যাপার ঘটিতেছে ও

মেয়ে গুলা যাহা করিতেছে, তাহাতে বুদ্ধিহত হইতে হয়। খোকা, এই বইখানির জন্য আমি তিরস্কার করিয়াছি আমি সেই জন্য দুঃখিত। আমাদের কাছে কত লোকই যে আসে আর ছাই ভস্ম লইয়া আসে, আমি তোমাকেই তাহা মনে করিয়াছিলাম।

"বইখানি যতই দেখিতেছি ততই মধুর লাগিতেছে। আহা! বইখানি একটা রত্নের ভাণ্ডার। খোকা আমাকে ক্ষমা করিও—তুমি অমূল্য নিধি আনিলে আর আমি তোমায় যা তা বলিলাম। তুমি অন্য অন্য ভদ্রলোকের কাছে যাও, কেহ যদি তোমার বিঘ্ন করে, তুমি আমাকে জানাইও, আমি যদি কিছু সাহায্য করিতে পারি, করিব।"

অবসর-প্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জেন চলিয়া গেলেন। এই ভদ্রলোকটী আমাকে আর একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর কাছে লইয়া গেলেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন "কি? ধর্ম্ম? ধর্ম্মটর্ম্ম আমার নহে। যত বোকা লোক ধর্ম্ম করে।" তাহার পর যিনি আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "কি? আপনি ঐ দলে ভিড়িয়াছেন না কি?" পূর্ব্বের ভদ্রলোক বলিলেন "এই ছেলেটীর কাছে একটু শুনুন ত। আপনার কি অবস্থা হয় দেখি।"

আমি তখন দ্বিতীয় ভদ্রলোকটীকে "বিজ্ঞান" ও "নারীসঙ্গ" এই দুইটী অধ্যায় পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিয়া বলিলেন

"আমি অতিশয় নাস্তিক বলিয়া তোমার সঙ্গে ঐ রকম করিয়া কথায়াছি। আমি কিছু কিছু পূজা পাঠ করিতাম, কিন্তু হিন্দু ধর্ম্ম যে এত মহৎ তাহা কখনও বুঝি নাই।"

আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। যিনি এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন ও তোমাকে দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী রহিলাম। আমি আজ হইতে বইখানি নিজে নিত্য পড়িব, বাড়ীতে পড়িয়া শুনাইব ও যতদূর পারি প্রচার

করিব ? এই বই পড়ার পর বিজ্ঞানের কুহকে ভুলিয়া নব্য সভ্যতার মোহে আর কে পড়িবে ? এই বই পড়ার আগে কে জানিত— আমাদের ধর্ম্ম কত মহৎ ? হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঋষিগণ যাহা জানিতেন, বৈজ্ঞানিকগণ এতদিনে তাহার কিছু কিছু জানিতে পারিতেছে, আবার তেমনি পদে পদে ভুলও করিতেছে ।"

পরদিন রবিবারে সিভিল সার্জ্জন মহাশয় একজন পারসী উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট আমাদের লইয়া গেলেন। তিনি দুই এক মিনিট আলোচনা করিয়া বইখানি পড়িলেন ও বলিলেন

"বিজ্ঞান ভ্রান্ত ও এই পথই প্রকৃষ্ট পথ, ইহা বুঝিলে নিশ্চয়ই এই পথ অবলম্বন করিব।"

হুগলী জেলার ব্রাহ্মণ বালক সোমবারে আমাদিগকে এক হিন্দুস্থানী পণ্ডিতের নিকট লইয়া গেল। পণ্ডিতজীর বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে ও কতকগুলি ছাত্রও আছে। বইখানি দেখিয়া বলিলেন—

"উঃ! এমন লোক ভারতবর্ষে আছেন ? তবে আশা আছে যে যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে, পরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে ব্যস্ত, তাহাদেরও একদিন মতিগতি ফিরিতে পারে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি এই মহাপুরুষ দীর্ঘজীবী হউন। আপনি ধন্য, যে এই পুস্তক প্রচার করিবার ভাগ্য হইয়াছে। আমিও নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেছি, কারণ এই অপূর্ব্ব পুস্তক লাভ করিলাম ও আপনার দর্শন পাইলাম। তবে বুঝি প্রভু জগন্নাথ কৃপাকটাক্ষ করিলেন। আমি বড় পাপিষ্ঠ। আমি ঘোর নাস্তিক। জগন্নাথদেব এই পাপিষ্ঠের প্রতিও আজ কৃপা করিলেন।"

ইহা বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, পরে বলিলেন

'আমি কত বড় নাস্তিক, বলি শুনুন—

"আমি উত্তর ভারতে ই, আই রেলওয়েতে কাজ করিতাম। ঘোর নাস্তিক ছিলাম। যতদূর অনাচার করিতে হয় করিতাম। আমার একটী পুত্র (বয়স দশ বৎসর) দিনরাত ভগবানের নাম জপ পূজা পাঠ লইয়া থাকিত। আমার ইহা অসহ্য হইল। আমি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করি। তাহাতে সে বলে "আপনার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হইয়াছে, আপনি এইরূপ করিতেছেন ভাল করিতেছেন না। ভগবানের শ্রীচরণে মতি রাখুন নইলে বিপদে পড়িবেন।" আমি একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়া তাহাকে বিষম প্রহার করি। তাহাতে তাহার জ্বর হয়। দুই চারিদিন ভুগিয়া ছেলেটী মারা গেল। তাহার পর আমার কন্যাটি গেল। তাহাতেও এই পাপিষ্ঠের চৈতন্য হইল না। তাহার পর ভূমিকম্পে আমার যে যেথানে ছিল চাপা পড়িয়া সবাই মারা গেল। আমি একা বাঁচিয়া রহিলাম। তখন আমি পাগলের মত হইয়া পুরীধামে আসিলাম। এই বইখানি দেখিয়া আমার ছেলের কথা মনে পড়িতেছে। তখন যদি তাহার একটা কথা শুনিতাম (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) —ভগবান্ ঠিক বিচার করিয়াছেন। তুমি আমাকে পুস্তকখানি দিয়া পরম শান্তি দিলে। আমি নিত্য পাঠ করিব।"

সেই সময় পণ্ডিতজীর নিকট জন কয়েক বাঙ্গালী বসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রভু জগন্নাথের নাম লইয়া বলিলেন যে তাঁহারা সকলেই বইখানি পড়িলেন ও ঘরে ঘরে প্রচার করিবেন। তাঁহারা বলিলেন "আমরা হিন্দুর ন্যায় আচার করিব, লোককে হিন্দুমতে চলিতে অনুরোধ করিব। সেই মহাপুরুষের শ্রীচরণে কোটী কোটী সাষ্টাঙ্গ জানাইবেন।"

রথের ছুটীতে অনেক গুলি ছাত্র পুরীতে বেড়াইতে আসিয়াছে। আমাদের সাথী সেই ব্রাহ্মণ বালক, সমুদ্রতীরে এক বাড়ীতে যেখানে

অনেকগুলা ছেলে আড্ডা দেয়, সেইখানে আমাকে লইয়া গেল। সেখানে গিয়া আমি বলিলাম—

"আমি একখানি বই আনিয়াছি। ইহাতে আমাদের ধর্ম্ম যে কত বড় ও আধুনিক সভ্যতা তাহার কাছে কত তুচ্ছ তাহা দেখান আছে।

ছেলেরা বলিল "অত ধর্ম্ম আমাদের সহ্য হয় না। কিছু মজার কথা থাকে ত বলুন, নহিলে ঐ বই পড়িয়া কি হইবে?"

আমি বলিলাম "হাঁ মজার কথা বৈ কি। ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণ নিজ মুখে স্বীকার করিতেছেন যে বিজ্ঞানের ভুল হইবেই হইবে। আবার তারা মায়াও স্বীকার করিয়াছেন।"

আমি একটু পড়িয়া শুনাইলাম। তাহাদের ভিতর ২।৪ জন বি, এস্, সি ক্লাশের ছাত্র বলিল "স্বীকার করি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ মানিয়াছেন যে বিজ্ঞান সব ভুল। কিন্তু তাই বলিয়া অত ধর্ম্ম ভাল লাগে না।"

আমি "আচার" ও "নারীসঙ্গ" দুইটী অধ্যায় পড়িলাম। তাহা শুনিয়া কেহ কেহ বলিল—

"সত্যইত, ইহা বেশ জিনিষ। কি করিব মহাশয়! আমাদের ধর্ম্ম যে এত ভাল, আমাদের কেহ কখনও বলে নাই। এতদিন আমরা কেবল মজা করিয়া বেড়াইয়া বড় অন্যায় করিয়াছি।"

বইখানির জন্য আমার এত খাতির হইল যে আমাকে স্যার (sir) বলিয়া ডাকিতে লাগিল। আমি কিন্তু তাহাদের সকলের চেয়ে ছোট। কেহ বলিল "আমরা অঙ্গীকার করিতেছি ভাল হইয়া চলিব।"

একজন বলিল "আচ্ছা সঙ্গ এত মন্দ বলিতেছেন, কেন? আমি যদি ঠিক থাকি আমার কি করিবে?"

আমি তখন আমার নিজ জীবনের ইতিহাস বলিলাম। অসৎসঙ্গে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিলাম ও মহাপুরুষের অসীম কৃপা ভিন্ন আমার কিছুতেই

উদ্ধার হইত না, বলিয়া কতকগুলি ঘটনা বলিলাম। একটী ছেলে আমাকে বলিল—

"সত্যি নাকি? আমি এই অঞ্চলের সব চেয়ে বজ্জাত ছেলে। পাকা বদমায়েস। সবাই জানে আমি অতি দুর্দ্দান্ত। আমি ঠিক করিয়াছিলাম কাল খৃষ্টান হইব। আমাদের ধর্ম্মে এত অপূর্ব্ব বস্তু থাকিতে, এই ধর্ম্ম ছাড়িয়া খৃষ্টান হইতে কেন যাইব? আমি কথা দিতেছি, আমি হিন্দু হইতে চেষ্টা করিব।"

আর একটী ছেলে কাঁদিয়া ফেলিল। সে বলিল—

"আহা! আমার বাবা ধর্ম্ম পালন করিতে কত বলিয়াছিলেন। আমি তাঁহার কথায় কখনও কান দি নাই। আমি দেখিতেছি কত বদমাইসিই করিয়াছি। তিনি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন আমি তাঁহার পায়ে লুটাইয়া কাঁদিতাম।"

এই সময় আরও জন চারেক ছেলে আসিল। একজন বলিল—

"ওরে সিনেমাতে যাবি না? সময় হয়ে গেল যে।"

যাহারা সেখানে ছিল তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—

"এখানে বেশ জিনিষ পাওয়া গেছে।"

তখন ঐ ছেলেটা আসিয়া বলে "কি ব্যাপার! তোরা যে সব ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে ক্ষেপে গেলি দেখছি।"

যে ছেলেটী ক্রীশ্চান্ হইবে বলিয়াছিল, সেই ছেলেটীকে বইখানি যত্ন করিয়া পড়িতে দেখিয়া নবাগত একজন বলিল—

"তুই পড়িতেছিস যে? তুই ও কি ভিড়ে গেলি নাকি?"

ইহার উত্তরে সে বলিল—

"যদি সত্য সত্যই বুঝিতে চাও, বস এই ভদ্রলোক তোমাকে বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। আর সিনেমা ত রোজই আছে। কিন্তু এ সুযোগ ত কখনও হইবে না।"

নবাগত দিগের মধ্যে একজন বলিল

"এমন যদি হয়, তাহা হলে না হয় সিনেমাই যাইব না। বইখানি একবার দেখি।"

এই বলিয়া বইখানি পড়িতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে ছেলেটী স্তম্ভিত হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। একটু পরে বলিল—

"উঃ! আমাদের ধর্ম্মে এমন জিনিষ আছে? আমরা এবার নিশ্চয়ই এই ধর্ম্মের জন্য প্রাণপণ করিব।"

সূর্য্যাস্তের সময় তাহারা আমাকে সঙ্গে করিয়া সমুদ্রতীরে গেল। সেখানে প্রায় ১২টা মেয়ে গোল হইয়া বসিয়া আছে। তাহাদের দেখিয়া খ্রীশ্চান হইতে চাহিয়াছিল সেই ছেলেটী বলিল—

"আপনি নারী সঙ্গের কথা বলিতেছিলেন—এই মেয়েগুলা আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।"

২০।২৫জন ছেলে এই কথা শুনিয়া সকলে বলিল—

"এই মেয়ে গুলা আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।"

সেই ছেলেটী বলিতে লাগিল—

"ওদের কলেজে পড়া, ওদের ঘুরে বেড়ান, অনেক ছেলের কাল হইয়াছে। ইহাদের বাপেরাই বেশি দায়ী। তাহারা মেয়েদের কলেজে পাঠাইবে। একা পুরী পাঠাইয়াছে। সঙ্গে একটী লোকও নাই। আমার ইচ্ছা করে এই বাপগুলাকে আচ্ছা করিয়া শিক্ষা দিই। এই মেয়েগুলা সব দুশ্চরিত্রা। যে দুই একটা ভাল ছিল, তাহারাও আর ভাল নাই!"

দুইটী মেয়েকে অন্য জায়গায় দেখিয়া একটা ছেলে বলিল—

"এই দুটা ঐ দলের। ইহারা সব ছেলেকে নষ্ট করিয়াছে। হোটেলে একা যাইতেছে আর ছেলেদের মাথা খাইতেছে। (দুইটা মেয়েকে ডাকিয়া) এই মেয়ে গুলাকে, আমার যদি ক্ষমতা থাকিত,

টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিতাম। আর বাপদের চাবুক লাগাতাম। তবে ঠিক হইত।"

মেয়েগুলা সব শুনিল। কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

সেই দিনের মত সমুদ্রতীর হইতে চলিয়া আসিলাম। বলিয়া আসিলাম "আপনারা বইখানি পড়ুন। আমি কাল সকালে আবার আসিব।"

পরদিন প্রাতে এক মারবারীর সহিত দেখা হইল। তিনি সমুদ্রে স্নান করিতে যাইতেছিলেন। একখানি "হিন্দুধর্ম্ম ও পরিশিষ্ট" দেখাইতে তিনি বলিলেন "এই বই কি আর্য্য সমাজী দিগের? 'হিন্দুধর্ম্ম' বলিয়া নাম দিয়াছে? উহারা প্রায়ই ঐ রকম করে। তাহা যদি হয় আমি পায়ের তলায় মাড়াইয়া দিব। আর যদি আমাদের সনাতন ধর্ম্মের পুস্তক হয় তাহা হইলে মাথায় করিয়া লইব।"

বইখানি কিছু কিছু পড়িয়া দেখিয়া মারবারী বলিলেন "হাঁ এই বই আমাদের ধর্ম্মেরই বটে। এমন লোক দেশে আছেন, যিনি এই রকম বই লিখিয়া ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন? এমন মহাপুরুষের যখন আবির্ভাব হইয়াছে, আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, পাপ বন্ধ হইবে ও আমাদের ধর্ম্ম রক্ষা হইবে। প্রভু জগন্নাথ তাঁহার এই কার্য্যে জয় জয়কার করুন! আমি যতদুর পারিব করিব এটা বলা বাহুল্য মাত্র।"

তাহার পর ছেলেদের কাছে গেলাম। একটী ছেলে বলিল "আমরা অনেকেই বইখানি কিছু কিছু পড়িয়াছি। আমাদের ধর্ম্ম এত ভাল এত চমৎকার, আর আমরা এই বিষয়ে এত অজ্ঞ। আমরা হিন্দুসন্তান বলিতে এখন বুকটা এত বড় হইতেছে। আমরা একেবারে বোকা (idiot) তাই নিজেদের এমন ধর্ম্ম ছাড়িয়া, পরে কি বলে তাহা শুনিবার জন্য ছুটিয়া বেড়াই। আজ হইতে আমরা হিন্দুধর্ম্মের

আদেশ পালন করিব ও এই পুস্তকের কথা গুলি জনে জনে প্রচার করিব। আমরা পুরীসহরে বাইসিকেলে করিয়া ঘুরিয়া হিন্দুধর্ম্মের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচার করিব। আমরা সকল প্রকারে উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগ করিব।"

তাহারা বেয়াদবি করিয়াছে বলিয়া আমার কাছে ক্ষমা চাহিল। কটক সহরে বই দিবার জন্য কিছু লইয়া গেল। সকলেই জগন্নাথদেবের নাম লইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে তাহারা সকলেই বইখানি পড়িবে ও প্রচার করিবে।

একটী ছেলে আমাকে একজন ধার্ম্মিক মুসলমানের কাছে লইয়া গেল। মুসলমানটী বইখানা একটু পড়িয়া বলিলেন—

"আপনাদের ধর্ম্ম এত চমৎকার। আর এই সব ছেলেরা নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে। আমি মুসলমান, আমার হিন্দু হইতে ইচ্ছা হয়। জগন্নাথ দেবের কাছে প্রার্থনা, তিনি আমার এই জন্ম শেষ করিয়া পরজন্মে যেন হিন্দুকুলে জন্ম দেন। আমার পিতা মুসলমান হন। এখন আমার হিন্দু হইবার উপায় নাই। হিন্দু হওয়া পরম ভাগ্যের কথা। হিন্দুধর্ম্মে আচার বিচার আছে। অন্য ধর্ম্মে নাই।"

তাহার পর সাশ্রু-লোচনে বলিলেন—

"যিনি এই পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহাকে আমার সেলাম দিবেন। আপনি এই বই আমাকে দিলেন, আপনাকেও সেলাম করি।"

সাষ্টাঙ্গ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "জগন্নাথ আমাকে রক্ষা কর।"

মাহেশে পুনর্যাত্রা—১৩৪৩

যাঁহারা পুরীধামে গিয়াছিলেন তাঁহারা ছাড়া অন্য চারিজন গেল।

শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়ের (Weaving School) একটী ছাত্র আসিয়া বহি চাহিল। বইখানি লইয়া দেখিয়া বলিল—

"আমি এই বই দেখিয়াছি। এই বইএর তুলনা নাই। আপনাদের সঙ্গে কাজ করিতে বড় ইচ্ছা করে। যদি আমাকে আপনাদের সঙ্গে রাখেন তাহা হইলে কৃতার্থ হই। দেখুন আমরা পাঁড়াগাঁয়ের লোক, সেজন্য এখনও ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিতে শিখি নাই। সহরের ছেলেরা দুই পাতা সায়েন্স (Science) পড়িয়া মনে করে তাহারা সর্ব্বজ্ঞ, সেই অহঙ্কারে তাহারা শাস্ত্রকার দিগকে গাধা বলিতে ও পিতা মাতা ও গুরুজনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে ব্যস্ত। আপনারা যে কার্য্য করিতেছেন সে কার্য্য কেহ করে না। এই বই দিয়া আপনারা স্কুলের কুশিক্ষার বিষময় ফল হইতে সকলকে রক্ষা করিতেছেন। আপনারা ধন্য।"

এক বৃদ্ধ আমাদের বই লইয়া কিছুক্ষণ পড়িয়া দেখিয়া বলিলেন

"ভগবান তোমাদিগকে দীর্ঘজীবি করুন। ইহা অপেক্ষা ভাল কাজ আর নাই। (এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন) এইবার আমাদের ধর্ম্ম রক্ষা হইবে।"

আমাদিগকে বার বার আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন ও তাঁহার ছেলেদের ব্যবহারে তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছেন ও ছেলেদের আচরণের কথা আমাদিগকে অতি দুঃখের সহিত বলিলেন।

"আমার দুই পুত্র। বড়টী কলিকাতায় G.P.Oতে ১৩০৲ টাকা মাহিনায় কাজ করে। তাহাতেই তাহার এত তেজ, সে আমাকে একদিন বলিল "সন্ধ্যা আহ্নিক করা ও সব ভণ্ডামী আমার সহ্য হইবে না। ও সব চলিবে না।" আমি বলিলাম "তোমার না পোষায় তুমি বাড়ী থেকে চলে যেতে পার। তোমার মত ছেলের আমি মুখ দেখিতে চাহি না। তুই দূর হ।" সে বাড়ী ছাড়িয়া আলাদা বাসা করিয়া আছে। আমার ছোট ছেলেও ঐ রকম

বেয়াড়া। তবে মাহিয়ানা কম পায় কিনা, তাই ঝাঁঝ কম। সেই জন্য আমায় একটু মানে। আজকাল কার ছেলেদের কথা মুখে আনা যায় না। আমি এই বই খানি তাহাকে দিয়া বলিব, হয় এই বই মানিয়া চল আর না হয় যুক্তি তর্ক দিয়া প্রতিবাদ কর! এই বই পাওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা। নারায়ণ তোমাদিগের মঙ্গল করুন।"

একটা বাড়ীর ছাদের উপরে জন কয়েক পুলিশ কর্ম্মচারী, ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনার সাহেব মেলা যাহাতে সুশৃঙ্খলে চলে তাহা দেখিতে ছিলেন। বাঙ্গালী বাবুরা চাহিবা মাত্র একখানি করিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও পরিশিষ্ট দেওয়া হইল। তাঁহারা বহিখানি মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন। সাহেব দিগকে "Open letter to Mr. Gandhi" নামক পুস্তক দেওয়া হইল। তাঁহারাও যত্ন সহকারে পড়িতে লাগিলেন একজন পুলিশ কর্ম্মচারী আর একজন কর্ম্মচারীকে একখানি বই দিতে গিয়া বলিলেন

মহাশয় এই লউন, আপনার ছেলেদের এই বই দিবেন। তাহারা তাহারা কোনও জবাব করিতে পারিবে না।

সেই ভদ্রলোক বলিলেন "সত্য নাকি। তাহা হইলে আমার বড় উপকার হইবে। (চোখে জল আসিল) "বলিব কি মহাশয় আমার দুইটা ছেলে কলেজে পড়ে। খরচ দিতে প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। কত রকমে কত দফায় যে খরচ তাহার ঠিক নাই। আমার এই সামান্য আয়, আর বাবুদের বাবুয়ানা দেখিলে মনে হয় না যে তাহারা আমায় ছেলে। আমার কিছু বলিবার যো নাই। যদি কিছু বলিতে যাই, তাহারা বলে তুমি বুড়ো, তুমি কি জান? তুমি চুপ করে থাক।"